গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ২৯ সংখ্যা | ৮ - ১৪ মার্চ ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

মহান স্ট্যালিন স্মরণে

১৮ ডিসেম্বর ১৮৭৮ - ৫ মার্চ ১৯৫৩

"এই সত্য জেনে রাখা দরকার যে, পার্টি ও রাষ্ট্রের যে বিভাগে যাঁরা কাজ করুন না কেন, কর্মীদের রাজনৈতিক চেতনার মান এবং মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের উপলব্ধি যত ভাল, যত উন্নত হবে, তাঁদের কাজও তত সুন্দর তত ফলপ্রদ হতে বাধ্য। বিপরীতে, কর্মীদের রাজনৈতিক চেতনার মান যত নিচু হবে, মার্ক্সবাদের উপলব্ধি যত কম হবে, কাজের ক্ষেত্রে ক্ষতি ও ব্যর্থতার সম্ভাবনাও ততই বাড়বে। ততই কর্মীদের চিন্তা ও চরিত্রের গভীরতা নষ্ট হবে। তারা নিছক হুকুম তামিল করার যন্ত্রে পরিণত হবে। এক কথায় তাদের সামগ্রিক অধঃপতনের সম্ভাবনাও ততই বাড়বে।"

— সিপিএসইউ-এর ঊনবিংশ কংগ্রেসের রিপোর্ট থেকে

কেন্দ্রীয় বাহিনীর দখলে স্কুল
প্রতিবাদে ছাত্ররা রাস্তায়

নির্বাচন এখনও ঘোষণা হয়নি। কত দিনে তা শেষ হবে তা-ও কারও জানা নেই। অথচ মার্চের শুরুতেই রাজ্যে ১৫০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী এসে গেল। রাজ্যের বেশ কিছু স্কুল-কলেজকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে যে সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকবে এবং তার জন্য সেগুলি খালি করে দিতে হবে। বিভিন্ন জেলায় ৩০টি ও কলকাতায় সাতটি স্কুলকে এবং কয়েকটি কলেজকে চিঠি দেওয়া হয়েছে প্রশাসনের পক্ষ থেকে।

এমন সিদ্ধান্তের তীব্র বিরোধিতা করেছেন সংশ্লিষ্ট স্কুল-কলেজগুলির অভিভাবক এবং ছাত্রছাত্রীরা। ক্ষোভে ফেটে পড়েছেন তাঁরা। শিক্ষকরাও সরকারি এই সিদ্ধান্ত মানতে পারছেন না। সকলেরই বক্তব্য, এখনও নির্বাচন ঘোষণা হয়নি, এখনই যদি স্কুল বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে সব মিলিয়ে প্রায় মাস তিনেক স্কুল বন্ধ থাকবে। তারপরে পড়বে গরমের ছুটি। মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য বহু স্কুল বন্ধ ছিল, কিছু স্কুল আংশিক বন্ধ ছিল। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার জন্যও বহু স্কুলে ছুটি ছিল। আবার যদি কেন্দ্রীয় বাহিনীর জন্য কয়েক মাস স্কুল বন্ধ থাকে তবে ছাত্রছাত্রীদের সিলেবাস শেষ হবে কী করে? ছাত্রছাত্রীরা আরও পিছিয়ে পড়বে। নির্বাচন কমিশন কিংবা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের ভবিষ্যতের কথা একবারও ভাবলেন না!

নির্বাচন কমিশনের এই সিদ্ধান্তের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছে এআইডিএসও। তারা বিক্ষোভ দেখিয়েছে, মিছিল করেছে। স্কুল বন্ধের নোটিস প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে তারা।

সরকারি স্কুলগুলির ভেঙে পড়া পরিকাঠামোর কথা কারও অজানা নেই। প্রয়োজনীয় সংখ্যক শিক্ষক নেই, ক্লাসরুম নেই, পাশফেল নেই। শিক্ষকদের শিক্ষা-বহির্ভূত নানা কাজে লাগানো চলছে দীর্ঘদিন ধরে।

১ মার্চ কলকাতায় বেথুন স্কুলের সামনে থেকে প্রতিবাদ মিছিল এআইডিএসও-র

সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বেহাল দশার কারণে ইতিমধ্যেই মধ্যবিত্ত, উচ্চবিত্ত অংশ তাঁদের সন্তানদের সরকারি স্কুলের পরিবর্তে ইংরেজি

চারের পাতায় দেখুন

লড়াইয়ে অবিচল আশাকর্মীরা কর্মবিরতিতে

আশাকর্মীদের চূড়ান্ত আর্থিক বঞ্চনা সহ সরকারি নিপীড়নের প্রতিবাদে পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়ন ১ মার্চ থেকে লাগাতার কর্ম বিরতির ডাক দিয়েছিল। তাতে সামিল হয়েছেন রাজ্যের হাজার হাজার আশাকর্মী। কর্মবিরতি সফল করায় তাদের অভিনন্দন জানিয়ে পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদিকা ইসমত আরা খাতুন ৩ মার্চ এক বিবৃতিতে জানান,

দার্জিলিং-এর শিলিগুড়িতে আশাকর্মীদের অবস্থান। ১ মার্চ

আশা প্রকল্প স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রকল্প। অথচ কেন্দ্র সরকার বাজেটে আশা কর্মীদের জন্য শুধু কিছু অ্যাওয়ার্ড ছাড়া আর কিছু বরাদ্দ করল না। এ রাজ্যেও স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য নানা বৈঠকে যে সব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেগুলি বাস্তবায়িত করলেন না। আশাকর্মীদের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কাজ ছাড়াও চাপ দিয়ে অন্য বহু কাজ করিয়ে নেওয়া হয়। একদিকে

সাতের পাতায় দেখুন

সন্দেশখালির দায় সরকার ও শাসকদলের
মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি

বহু টালবাহানার পর সন্দেশখালির তৃণমূল নেতা সেখ শাহজাহানকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। যাকে গ্রেফতারের দাবি নিয়ে সারা রাজ্য তোলপাড়, তেমন একজন অভিযুক্তকে ধরতে পুলিশের এত সময় লাগল কেন, সে উত্তর এ রাজ্যের যে কোনও মানুষের জানা। খোদ মুখ্যমন্ত্রী বিধানসভায় দাঁড়িয়ে যাকে ক্লিনচিট দেন, তার টিকি ছুঁতে গেলে সরকারের কোন স্তরের সবুজ সঙ্কেত পাওয়ার জন্য পুলিশকে বসে থাকতে হয়, তা কারও না বোঝার কথা নয়।

এসইউসিআই(সি)-র পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ২৭ ফেব্রুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে পাঠানো চিঠিতে এই কারণেই প্রশ্ন তুলেছেন— কী করে তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্র বলে দিতে পারলেন, 'সাত দিনের মধ্যে শাহজাহান গ্রেপ্তার হবেন'! চিঠিতে তিনি বলেন, রেশন দুর্নীতি, শিক্ষক নিয়োগে দুর্নীতি সহ নানা ধরনের দুর্নীতিতে শাসকদলের নেতাদের পুরোপুরি যুক্ত থাকার অভিযোগ যত গভীরতর হচ্ছে, ততই সেই সব দুর্নীতিতে অভিযুক্তের তালিকা দীর্ঘতর হচ্ছে। রেশন দুর্নীতির পাশাপাশি গরিব মানুষের জমি দখল করা, জমি লিজ নিয়ে মাছের ভেড়ি তৈরি করে লিজের টাকা না দেওয়া, জোর করে গ্রামবাসীদের শাসক দলের মিছিলে যেতে বাধ্য করা, এমনকি মহিলাদের উপর চরম নির্যাতনের কাহিনীও ক্রমাগত প্রকাশ্যে আসছে। এতদিন পর্যন্ত দুষ্কৃতীদের ভয়ে সন্ত্রস্ত গ্রামবাসীরা

দুয়ের পাতায় দেখুন

সন্দেশখালিতে প্রতিবাদী মহিলাদের পাশে এআইএমএসএসের প্রতিনিধিরা। ১ মার্চ

সন্দেশখালি ঃ মুখ্যমন্ত্রীকে খোলা চিঠি

একের পাতার পর

মুখ খুলতে না পারলেও আজ তারা প্রকাশ্যে ক্ষোভে ফেটে পড়ছে। মানবাধিকার সংগঠন সহ বিভিন্ন সংস্থা সন্দেশখালিতে সরেজমিন তদন্তে যাওয়ার চেষ্টা করলে পুলিশ তাদের সুপরিকল্পিতভাবে বাধা দিয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা দূরের কথা, উল্টে গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে এফআইআর করেছে, বিক্ষোভ আটকাতে বলপ্রয়োগ করছে। এমনকি সাংবাদিকদেরও বাধা দেওয়া হচ্ছে, গ্রেফতারও করা হচ্ছে।

চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস রাজ্যে সরকারি ক্ষমতায় আসার পর অতি দ্রুত এই অভিযুক্তদের সম্পদ বেড়েছে এবং তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তাদের দুষ্কর্ম এবং অপরাধমূলক কাজও বেড়েছে। ক্ষমতায় আসার আগে মুখ্যমন্ত্রী সুশাসনের প্রতিশ্রুতি দিলেও বাস্তবে পূর্ববর্তী সিপিএম সরকারের আমলের মতোই দুষ্কৃতীদের তাণ্ডব চলছে। সন্দেশখালির ঘটনা সিপিএম আমলের উত্তর ২৪ পরগণার সুটিয়া, দক্ষিণ ২৪ পরগণার মৈপীঠ, পশ্চিম মেদিনীপুরের লালগড় ও নেতাই প্রভৃতি এলাকায় সরকারি প্রশ্রয়ে দুষ্কৃতীদের ভয়াবহ সন্ত্রাসের বীভৎসতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। সরকারের ও শাসক দলের প্রধান হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী এর দায়িত্ব কোনওভাবেই অস্বীকার করতে পারেন না।

সন্দেশখালির ঘটনা দেখিয়ে দিল, পুলিশকে কতটা পরিমাণে দলদাসে পরিণত করলে তাদের কর্তব্য এ ভাবে শাসকদল নির্ধারণ করে দেয়! জানা যাচ্ছে রাজ্যের মন্ত্রীরা নাকি এখন সন্দেশখালিতে ঘুরে ঘুরে মানুষের অভিযোগের প্রতিকার করার চেষ্টা করছেন। তাঁরা কারও কাছে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন অন্যায় ভাবে নেওয়া টাকা ফিরিয়ে দেবেন। কারও কাছে বলে আসছেন, কেড়ে নেওয়া জমি ফিরিয়ে দেবেন। পুলিশ গ্রামে ক্যাম্প করছে মহিলাদের অভিযোগ নথিভুক্ত করতে। পুলিশের বড়কর্তারা ছুটছেন অভিযোগ শুনতে। এখন যে নেতারা, মন্ত্রীরা, প্রশাসনিক কর্তারা ছুটে যেতে বাধ্য হলেন, তার জন্য ধন্যবাদপ্রাপ্য এলাকার জনসাধারণ বিশেষত মহিলাদের। তাঁদের বিক্ষোভ ফেটে পড়ার পরেই পুরো বিষয়টা সামনে আসতে পেরেছে।

কিন্তু সেই মহিলাদের আজও ভয়ে মুখ ঢেকে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলতে হচ্ছে। অথচ যে সব নেতাদের টিভির সাজানো তর্কের আসর থেকে শুরু করে ক্যামেরার সামনে তর্জন গর্জন লম্ফ ঝম্প করতে দেখা যাচ্ছে তাঁরা এই মহিলাদের দৈনন্দিন লড়াই নিয়ে আদৌ চিন্তিত নন। তাঁদের চিন্তা এই ক্ষোভকে ইভিএম পর্যন্ত বাঁচিয়ে রাখার পথ নিয়ে। আর শাসকদলের চিন্তা, ভোট যেন হাতছাড়া না হয়। অন্য দিকে সংবাদমাধ্যমেই দেখা যাচ্ছে আন্দোলনের সামনের সারিতে থাকা মহিলারাও আশঙ্কায় ভুগছেন— সব থিতিয়ে গেলে অন্য কোনও শাহজাহান, শিবু হাজরা, উত্তম সরদাররা যে দেখা দেবে না, অন্য কোনও ঝাণ্ডার রূপ ধরে তাদের পৃষ্ঠপোষকরা অবতীর্ণ হবে না, তার গ্যারান্টি কোথায়?

সন্দেশখালির মানুষের অভিজ্ঞতা কিন্তু তাই বলে। ১৯৮০-৯০-এর দশকের সন্দেশখালির খবর যাঁরা রাখেন তাঁরা অক্লেশেই মনে করতে পারেন সেখ শাহজাহান সহ তাঁর বেশিরভাগ সাকরেদের রাজনৈতিক পূর্বাশ্রমকে। এরা সর্বদাই শাসকদলের 'সম্পদ' হিসাবে কাজ করে চলে। সরকারি গদিতে বসা দলের সাইনবোর্ডটা পাল্টে গেলেই এরাও রঙ বদলে ফেলে, সারা দেশের মতো সন্দেশখালির সাধারণ মানুষও সে সত্য হাড়ে হাড়ে জানে। কংগ্রেস আমলে শাহজাহানদের পূর্বসূরীরা ছিল কংগ্রেস নেতা ও জোতদার জমিদারদের লেঠেল বাহিনীর মাথা। সিপিএম আমলে তারা গ্রামের আসল নিয়ন্ত্রক, পঞ্চায়েতের কর্তা। তখন থেকেই নদীর বাঁধ কেটে চাষের জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে ভেড়ি বানানোর কারবারের রমরমা শুরু। তাতে টাকাও বেশি, তাই দুষ্কৃতীবাহিনীর লোভও এক্ষেত্রে বেশি।

গোটা সুন্দরবন জুড়েই এই পথে নদী মরেছে, মরেছে চাষজমি, মরেছে পরিবেশ, একই সাথে মরেছে ছোট চাষি, খেতমজুরের দল। ফুলে ফেঁপে উঠেছে দুষ্কৃতীগোষ্ঠী। ভেড়ির দখল রাখতে অবাধে অস্ত্র সরবরাহও করেছে শাসকদলই। এর বিরুদ্ধে কোনও প্রতিবাদ হলেই কীভাবে শায়েস্তা করতে হয় তা এই বাহিনী ভালই শিখেছে। কেউ প্রতিবাদ করলেই জমিতে মজুর বন্ধ, পাড়ার টিউবওয়েলে জল নেওয়া পর্যন্ত বন্ধ করার ফরমান তো ছিলই, তার সাথে যুক্ত হয়েছে জমি দখল। দরকারে খুন করতেও এদের আটকায় না। কালে কালে তাদের হাত পৌঁছেছে এলাকার মেয়েদের গায়ে। কখনও মাথা তুলতে চাওয়া পরিবারকে চাপ দিতে, কখনও আরও জঘন্য উদ্দেশ্যে চলেছে নারীর সম্ভ্রমহানি। দারিদ্রের সুযোগে নারী পাচার চক্রের সাথে দুষ্কৃতীদের যোগসাজশও বেড়েছে। শাসকদলের পায়ের তলায় মানুষকে রাখার জন্য চাপ দেওয়ার নানা পথ তারা আবিষ্কার করেছে। এমনকি এলাকার কোনও ছেলে-মেয়ে দূরে কোথাও পড়তে গিয়ে অন্য রাজনীতির সাথে যুক্ত হয়েছে খবর পেলেই তাদের পরিবারের উপর এই ধরনের অত্যাচার সন্দেশখালিতে কারা করত তা সিপিএম নেতারা নিশ্চয়ই ভুলে যাননি! তৃণমূল পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি দিয়ে সরকারে বসে এই বাহিনীকেই নিজের সম্পদে পরিণত করেছে শুধু তাই নয়, তাদের আরও বেপরোয়া হয়ে উঠতে দিয়েছে। যার পরিণতি আজকের সন্দেশখালি।

এসইউসিআই (সি)-র বসিরহাট সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড অজয় বাইন সহ দলের কর্মীরা সন্দেশখালি থানায় মহিলাদের প্রথম দিনের বিক্ষোভের সময় থেকেই তাঁদের পাশে থেকেছেন। সাথে সাথে তাঁরা এলাকার মানুষের কাছে আবেদন জানিয়েছেন, এই আন্দোলন যাতে স্বতঃস্ফূর্ততাতেই শেষ না হয়ে যায় এবং আন্দোলনকে যাতে স্বার্থান্বেষী ভোটবাজরা ব্যবহার করতে না পারে তার জন্য গণকমিটি গড়ে তোলা দরকার। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামের আন্দোলন দেখিয়েছে অত্যাচারী শাসকের মাথা নোয়াতে বাধ্য করতে পারে নিপীড়িত মানুষের ঐক্যবদ্ধ শক্তি। সেখানে এই শক্তির স্বরূপ গণকমিটি গড়ে তোলার কাজটি নিজেদের জীবন বাজি রেখে শুরু করেছিল এসইউসিআই(সি)-র স্থানীয় নেতা কর্মীরা। কেন গণকমিটি প্রয়োজন? তা না হলে সাধারণ মানুষের এই আন্দোলনকে আত্মসাৎ করতে পারে ধুরন্ধর রাজনৈতিক দলগুলি। সন্দেশখালিতেও এমনটা ঘটার আশঙ্কা আছে। স্থানীয় মহিলাদের লড়াইকে নিজেদের স্বার্থে কাজে লাগানোর জন্য টিভি মিডিয়াতে ভোটবাজ নেতাদের যে দৌড়োদৌড়ি দেখা যাচ্ছে তাতে মানুষের কণ্ঠস্বর ধীরে ধীরে চাপা পড়ে যেতে পারে এ আশঙ্কা আছেই। শুরু থেকেই এসইউসিআই(সি) সন্দেশখালির আন্দোলনের পাশে দাঁড়িয়েছে। ৬ মার্চ অন্যান্য দাবির সাথে সন্দেশখালির মানুষকে ন্যায়বিচার দেওয়ার দাবিতে রাজ্য জুড়ে বিক্ষোভ দেখিয়েছে দল।

দলের পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রীর কাছে দাবি জানানো হয়েছে গ্রামবাসীদের থেকে দখল করা জমি উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ সহ ফিরিয়ে দিতে হবে। মহিলাদের উপর অত্যাচারের অভিযোগ শোনার জন্য সমস্ত মহিলা সংগঠন ও সমস্ত রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি নিয়ে কমিটি গঠন করতে হবে এবং অভিযোগগুলি নিয়ে মামলা দায়ের করতে হবে।

সন্দেশখালিতে প্রতিনিধিদল

২৭ ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠন, সামাজিক সাংস্কৃতিক সংগঠনের পক্ষ থেকে জেলিয়াখালি, সন্দেশখালি এবং বেড়মজুর অঞ্চলে যাওয়া হয়। প্রতিনিধিদলে ছিলেন বিশিষ্ট সঙ্গীতশিল্পী পল্লব কীর্তনীয়া, সাংবাদিক অর্ক ভাদুড়ি, মেডিকেল সার্ভিস সেন্টারের ডাঃ নীলরতন নাইয়া, সিপিডিআরএস-এর রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক, সভাপতি অধ্যাপক সৌম্য সেন, নারী নিগ্রহ বিরোধী নাগরিক কমিটির রাজ্য সম্পাদিকা কল্পনা দত্ত, প্রোগ্রেসিভ কালচারাল ফোরামের রাজ্য আহ্বায়ক কুমকুম সরকার, অধ্যাপক সংহতি মঞ্চের অধ্যাপক আমিনুদ্দিন শেখ, লিগাল সার্ভিস সেন্টারের আইনজীবী লীলাময় মণ্ডল প্রমুখ।

১ মার্চ সন্দেশখালিতে অল ইন্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা জেলিয়াখালি হালদারপাড়ায় যান। স্থানীয় মহিলাদের সাথে দীর্ঘ সময় কথাবার্তা চলে প্রতিনিধিদের। মহিলারা বলেন, শিবু-উত্তম-শাহজাহানের বাহিনী কীভাবে অত্যাচার করেছে, কীভাবে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা তুলে তাদের দিতে হয়েছে, যখন তখন মিছিলে যেতে বাধ্য করা হয়েছে, কোনও প্রতিবাদ করতে গেলে জুটেছে ব্যাপক শারীরিক নির্যাতন। সংগঠনের পক্ষ থেকে মহিলাদের এই লড়াইকে কুর্নিশ জানানো হয়েছে এবং আগামী দিনে তাদের পাশে থাকার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। প্রতিনিধিদলে ছিলেন স্বপ্না দাশগুপ্ত, ক্ষমা পণ্ডা, সুদীপ্তা কর, কাকলি মণ্ডল প্রমুখ।

জীবনাবসান

পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানা ইউনিটের আবেদনকারী সদস্য কমরেড সেখ খোদাবক্স ১৩ সেপ্টেম্বর শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৮২ বছর।

এক সময় কমরেড খোদাবক্স ছিলেন ওই এলাকায় সিপিএমের সক্রিয় কর্মী। কিন্তু আটের দশকের মাঝামাঝি সিপিএমের অ-বাম রাজনীতির প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে জামালপুর থানায় ওই দলের নেতৃস্থানীয় কর্মী কমরেড খোদাবক্স সহ বেশ কয়েকজন এসইউসিআই(সি)-র সংস্পর্শে আসেন। পরবর্তীকালে এলাকায় এসইউসিআই(সি)-র সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন তিনি। ক্ষিপ্ত সিপিএম বহু চেষ্টা করেও এসইউসিআই(সি)-র আদর্শ থেকে বিচ্যুত করতে পারেনি তাঁকে। বহু সন্ত্রাস ও প্রলোভন উপেক্ষা করে সে সময় যে সংগঠন গড়ে উঠেছিল আজও তা অক্ষুণ্ণ।

তিনি এআইকেকেএমএস-এর জেলা কমিটির সদস্য ছিলেন। এলাকার গরিব মানুষের প্রতি ছিল তাঁর অসীম মমত্ববোধ। সকলের সুখ-দুঃখের সাথী ছিলেন তিনি। নিজের এলাকার সঙ্গে, পার্শ্ববর্তী হুগলি জেলার একটি বিদ্যালয়েও তিনি বৃত্তি পরীক্ষার সেন্টার চালু করেছিলেন যা আজও চলছে।

বার্ধক্যজনিত অসুস্থতার কারণে বেশ কিছুদিন সক্রিয় ভাবে কাজ করতে না পারলেও তিনি নিয়মিত দলের কর্মীদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতেন ও কাজকর্মের খোঁজখবর নিতেন। কমরেড শিবদাস ঘোষের জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে ব্রিগেডের সভা নিয়েও তিনি ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহী। শেষের দিকে চোখের সমস্যার কারণে নিজে পড়তে না পারলে অন্যদের দিয়ে গণদাবী পড়িয়ে শুনতেন। তাঁর মৃত্যুতে দল হারাল একজন একনিষ্ঠ কর্মীকে। এলাকার গরিব মানুষ হারালেন তাঁদের অভিভাবককে।

কমরেড সেখ খোদাবক্স লাল সেলাম

কলকাতার রাজারহাট এলাকায় দলের দৃঢ় সমর্থক কমরেড গৌর দে দীর্ঘ রোগভোগের পর ১১ ফেব্রুয়ারি শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৫ বছর।

সত্তরের দশকে কেষ্টপুর এলাকার প্রয়াত কমরেড প্রণব দাশগুপ্তের নেতৃত্বে রাস্তা-নিকাশি ইত্যাদি সমস্যা নিয়ে আন্দোলন গড়ে উঠলে কমরেড গৌর দে সেই আন্দোলনে যুক্ত হন। গড়ে ওঠে মহিষবাথান কেষ্টপুর উন্নয়ন সমিতি। দীর্ঘদিন এই সমিতির কাজে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ধীরে ধীরে কমরেড গৌর দে দলের চিন্তার সংস্পর্শে আসেন এবং দলের কাজের সাথে যুক্ত হন। সত্তর আশির দশকে শাসক দলের অত্যাচার এবং বাধার বিরুদ্ধে সংগঠনকে রক্ষা এবং এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার কাজে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। প্রাথমিক স্তরে ইংরেজি চালুর দাবিতে স্থানীয় স্কুলগুলিতে আন্দোলন সংগঠিত করায় তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য। অসুস্থতার কারণে পরবর্তীকালে নিয়মিত দলের কাজে থাকতে পারেননি। প্রতিবেশীদের সাথে তাঁর ছিল নিবিড় সম্পর্ক। মৃত্যুর পর তাঁর মরদেহে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান দলের আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড জগন্ময় কর্মকার সহ অন্যরা।

কমরেড গৌর দে লাল সেলাম

রাষ্ট্র ও বিপ্লব (২০)

ভি আই লেনিন

বিশ্বসাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা ও রুশ বিপ্লবের রূপকার কমরেড লেনিনের মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে দলের পক্ষ থেকে বর্ষব্যাপী কর্মসূচির অঙ্গ হিসাবে ভি আই লেনিনের 'রাষ্ট্র ও বিপ্লব' রচনাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে। অনুবাদ সংক্রান্ত যে কোনও মতামত সাদরে গৃহীত হবে। এ বার বিংশ কিস্তি।

সুবিধাবাদীদের দ্বারা মার্ক্সবাদের বিকৃতি

রাষ্ট্রের সাথে সমাজ বিপ্লবের এবং সমাজ বিপ্লবের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্কের প্রশ্ন নিয়ে, ঠিক যেমন সাধারণভাবে বিপ্লবের প্রশ্ন নিয়েও দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের (১৮৯৪-১৯১৪) বিশিষ্ট তাত্ত্বিক ও প্রচারকরা খুব সামান্যই ভেবেছেন। কিন্তু সুবিধাবাদের ক্রমবিকাশের সবচেয়ে বড় চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য হল, তাঁরা এই প্রশ্নের মুখোমুখি হলেই, হয় একে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেছেন, আর না হয় লক্ষই করেননি। এই সুবিধাবাদই ১৯১৪ সালে দ্বিতীয় আন্তর্জাতিককে ভাঙনের দিকে নিয়ে গেছে।

সাধারণভাবে বলা যেতে পারে, রাষ্ট্রের সাথে সর্বহারা বিপ্লবের সম্পর্কের প্রশ্নটা এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা সুবিধাবাদকে সাহায্য ও শক্তিশালী করেছে। এর ফলে মার্কসবাদের বিকৃতি ঘটেছে এবং তার চূড়ান্ত অপব্যাখ্যা হয়েছে।

এই শোচনীয় প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য সংক্ষেপে বর্ণনা করার জন্য আমরা মার্কসবাদের দুই প্রখ্যাত তাত্ত্বিক প্লেখানভ ও কাউটস্কির কথা আলোচনা করব।

১। নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে প্লেখানভের বিতর্ক

সমাজতন্ত্রের সাথে নৈরাজ্যবাদের সম্পর্ক প্রসঙ্গে প্লেখানভ একটা বিশেষ পুস্তিকা লিখেছিলেন। পুস্তিকাটির নাম 'নৈরাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্র।' জার্মানিতে এই পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৪ সালে।

এই বিষয়টা আলোচনা করতে গিয়ে প্লেখানভ নৈরাজ্যবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সবচেয়ে জরুরি, সবচেয়ে প্রাসঙ্গিক, রাজনৈতিকভাবে সবচেয়ে প্রয়োজনীয় বিষয়টি, অর্থাৎ রাষ্ট্রের সঙ্গে বিপ্লবের সম্পর্ক এবং সাধারণভাবে রাষ্ট্রের প্রশ্নটি সুকৌশলে একেবারে এড়িয়ে গেছেন। তাঁর পুস্তিকাটি দুটি বিভাগে বিভক্ত। একটিতে আছে ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক আলোচনা, যেখানে স্টার্নার, প্রুধোঁ ও অন্যান্যদের ধ্যান-ধারণার ইতিহাস নিয়ে মূল্যবান আলোচনা আছে। অন্যটি পণ্ডিতমূর্খসুলভ। নৈরাজ্যবাদী ও ডাকাতের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই— এই নিয়ে এই বিভাগটিতে উদ্ভট আলোচনা আছে।

এই পুস্তিকা কৌতুককর নানা বিষয়ের সংমিশ্রণ। রুশ বিপ্লবের প্রাক্কালে এবং বিপ্লবের সময়ে প্লেখানভের সমগ্র কার্যকলাপের বৈশিষ্ট্য এতে পরিস্ফুট হয়েছে। বস্তুত, ১৯০৫ সাল থেকে ১৯১৭ সালের মধ্যে প্লেখানভ নিজেকে একজন আধা তাত্ত্বিক ও আধা কূপমণ্ডুক হিসাবে প্রকাশ করেছেন, যিনি রাজনীতিতে বুর্জোয়া শ্রেণিকে অনুসরণ করেছেন।

নৈরাজ্যবাদীদের সঙ্গে বিতর্কে মার্ক্স ও এঙ্গেলস বিপ্লবের সাথে রাষ্ট্রের সম্পর্ক কী, সে বিষয়ে তাঁদের মতামত কেমন বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করেছেন, আমরা তা দেখেছি। ১৮৯১ সালে, মার্ক্সের 'ক্রিটিক অব দি গোথা প্রোগ্রাম'-এর ভূমিকায় এঙ্গেলস লিখেছেন, 'আমরা'— অর্থাৎ মর্ক্স ও এঙ্গেলস— "সেই সময়ে, প্রথম আন্তর্জাতিকের হেগ কংগ্রেসের বড় জোর দুই বছর পরে, বাকুনিন ও তাঁর নৈরাজ্যবাদী সঙ্গীসাথীদের বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত ছিলাম।"

নৈরাজ্যবাদীরা প্যারিস কমিউনকে তাঁদেরই নিজস্ব বলে, তাঁদের মতবাদের যাথার্থ্যের প্রমাণ বলে দাবি করার চেষ্টা করেছিলেন। তাঁরা প্যারিস কমিউনের শিক্ষা এবং সেই শিক্ষা সম্পর্কে মার্ক্সের বিশ্লেষণ বুঝতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছিলেন। পুরনো রাষ্ট্রযন্ত্রকে কি অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে? ধ্বংসপ্রাপ্ত রাষ্ট্রযন্ত্রের জায়গায় কী কায়েম হওয়া উচিত?— নৈরাজ্যবাদ এমন কিছুই দেয়নি যা দিয়ে এইসব সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক সমস্যার সত্যকার সমাধানের এমনকী কাছাকাছিও পৌঁছনো যায়।

রাষ্ট্র সম্পর্কে সমস্ত আলোচনা পাশ কাটিয়ে গিয়ে 'নৈরাজ্যবাদ ও সমাজতন্ত্র' নিয়ে আলোচনা করা এবং কমিউনের আগে এবং পরে মার্ক্সবাদের সমগ্র বিকাশকে লক্ষ্য না করার অর্থ হল অনিবার্য ভাবে সুবিধাবাদের পাঁকে ডুবে যাওয়া। যে দুটি প্রশ্নের কথা এইমাত্র বলা হল, সেগুলি আদৌ তোলা না হোক, সুবিধাবাদ ঠিক সেটাই চায়। ঠিক এটাই সুবিধাবাদের পক্ষে একটা জয়।

২. সুবিধাবাদীদের সাথে কাউটস্কির বিতর্ক

সন্দেহ নেই, অন্য যে কোনও ভাষার তুলনায় রুশ ভাষাতে কাউটস্কির রচনা অনেক বেশি অনূদিত হয়েছে। কোনও কোনও জার্মান সোস্যাল ডেমোক্র্যাট ঠাট্টা করে বলেন, কাউটস্কির রচনা রাশিয়াতে যত পড়া হয় জার্মানিতে তত পড়া হয় না। বিনা কারণে তিনি এই কথা বলেননি। (বন্ধনীর মধ্যে আমরা বলতে পারি, যারা এই রসিকতা প্রথম করেছিল, তারা যতটা ভাবতে পেরেছিল, তার চেয়ে এই রসিকতার ঐতিহাসিক তাৎপর্য অনেক গভীর। কারণ ১৯০৫ সালে রুশ শ্রমিক শ্রেণির মধ্যে দুনিয়ার সেরা সোস্যাল ডেমোক্রেটিক সাহিত্যের সেরা রচনার বিপুল ও অভূতপূর্ব চাহিদা দেখা দিয়েছিল। অন্যান্য দেশের তুলনায় অশ্রুতপূর্ব পরিমাণে তাঁরা এই সব রচনার অনুবাদ আমদানি করে প্রতিবেশী এক উন্নততর দেশের বিপুল অভিজ্ঞতাকে রাশিয়ার নবীন সর্বহারা আন্দোলনের মাটিতে রোপণ করেছিলেন)।

জনসাধারণের মধ্যে মার্ক্সবাদের প্রচার করা ছাড়াও সুবিধাবাদীদের সঙ্গে, তাদের নেতা বার্নস্টাইনের সঙ্গে বিতর্কের কারণে কাউটস্কি আমাদের দেশে বিশেষভাবে পরিচিত। কিন্তু একটা ঘটনা প্রায় কেউই জানে না। আমরা যদি অনুসন্ধান করে দেখি, ১৯১৪-১৫ সালের সেই সঙ্কটময় দিনগুলোতে কাউটস্কি কীভাবে অবিশ্বাস্য রকমের কলঙ্কজনক বিভ্রান্তির মধ্যে পড়েছিলেন, কীভাবে তিনি সোস্যাল শোভিনিজমের পক্ষে দাঁড়িয়ে ছিলেন, তাহলে আমরা একে উপেক্ষা করতে পারব না। ব্যাপারটি ছিল এই রকম ঃ ফ্রান্সে (মিলেরা ও জোরে) এবং জার্মানিতে (বার্নস্টাইন) সুবিধাবাদের প্রখ্যাত প্রতিনিধিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু করার কিছুকাল আগে কাউটস্কির মধ্যে বেশ খানিকটা দোদুল্যমানতা দেখা গিয়েছিল। ১৯০১-০২ সালে স্টুটগার্ট থেকে প্রকাশিত মার্ক্সবাদী পত্রিকা জারিয়া (ভোর)-তে সর্বহারার বিপ্লবী মতবাদ সমর্থন ও প্রচার করা হত। এই পত্রিকাটি কাউটস্কির সঙ্গে বিতর্কে নামতে বাধ্য হয়েছিল। কারণ, ১৯০০ সালে প্যারিসে আন্তর্জাতিক সোস্যালিস্ট কংগ্রেসে তিনি যে প্রস্তাব পেশ করেছিলেন, তা ছিল সুবিধাবাদের প্রতি নরম, ভাসাভাসা ও আধাখ্যাঁচড়া। জারিয়া বলেছিল, কাউটস্কির এই প্রস্তাবকে যেমন খুশি তেমন ব্যাখ্যা করা যায়। জার্মানিতে কাউটস্কির লেখা চিঠিপত্র থেকে বোঝা যায়, বার্নস্টাইনের বিরোধিতায় নামার আগেও তিনি কম দ্বিধা প্রকাশ করেননি।

যাই হোক, এর থেকে বহুগুণ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল, সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে তাঁর বিতর্ক। মার্ক্সবাদের প্রতি কাউটস্কির সম্প্রতিকালের বিশ্বাসঘাতকতার ইতিহাস যদি পর্যালোচনা করি, আমরা দেখতে পাবো, সেই বিতর্কে তিনি যে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন, যে পদ্ধতিতে তা আলোচনা করেছেন, তার মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে রাষ্ট্র সম্পর্কে মার্ক্সবাদের শিক্ষা থেকে ক্রমাগত দূরে সরে গিয়ে সুবিধাবাদের দিকে ঢলে পড়ার ইতিহাস।

সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে তাঁর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ, 'বার্নস্টাইন ও সোস্যাল ডেমোক্রেটিক কর্মসূচি'র কথাই ধরা যাক। কাউটস্কি বিস্তারিতভাবে বার্নস্টাইনের মতামত খণ্ডন করেছেন। কিন্তু সেখানে লক্ষ করার মতো বিষয় হচ্ছে ঃ

বার্নস্টাইন তাঁর কুখ্যাত গ্রন্থ 'প্রেমিসেস অফ সোস্যালিজম'-এ মার্ক্সবাদকে 'ব্ল্যাংকিবাদ' বলে অভিযুক্ত করেছেন (ঠিক এই অভিযোগই তারপর থেকে রাশিয়ার সুবিধাবাদীরা ও উদারবাদী বুর্জোয়ারা বিপ্লবী মার্ক্সবাদী, বলশেভিকদের বিরুদ্ধে হাজার বার করেছেন)। এই প্রসঙ্গে বার্নস্টাইন বিশেষভাবে মার্ক্সের 'ফ্রান্সে গৃহযুদ্ধ' বইটি নিয়ে আলোচনা করেছেন এবং আমরা দেখেছি, কমিউনের শিক্ষা প্রসঙ্গে মার্ক্সের মতামতকে প্রুধোঁর সঙ্গে এক করে দেখাবার ব্যর্থ চেষ্টা করেছেন। ১৮৭২ সালে কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টোর ভূমিকায় যে সিদ্ধান্তের উপর মার্ক্স বিশেষ জোর দিয়েছেন, তাকেই বার্নস্টাইন বেছে নিয়েছেন। মার্ক্সের এই সিদ্ধান্ত হল ঃ 'শ্রমিক শ্রেণি আগের তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্র শুধু করায়ত্ত করে তাকে নিজের উদ্দেশ্য সাধনে ব্যবহার করতে পারে না।'

মার্ক্সের এই উক্তি বার্নস্টাইনকে এতই 'খুশি' করেছিল যে, তিনি তিন তিনবার তাঁর গ্রন্থে এই কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন এবং সর্বাপেক্ষা বিকৃত সুবিধাবাদীসুলভ অর্থে এর ব্যাখ্যা করেছেন।

আমরা দেখেছি মার্ক্স বোঝাতে চেয়েছেন যে, শ্রমিক শ্রেণিকে সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্রকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে হবে, ভাঙতে হবে, ছিন্নভিন্ন করতে হবে ('বিস্ফোরণ'— এঙ্গেলস এই অভিব্যক্তিটি ব্যবহার করেছেন)। কিন্তু বার্নস্টাইনের মনে হয়েছে, মার্ক্স যেন এই কথার দ্বারা রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের সময়ে অত্যধিক বিপ্লবী উদ্দীপনা দেখানোর বিরুদ্ধে শ্রমিক শ্রেণিকে সতর্ক করেছেন।

মার্ক্সের চিন্তার এর চেয়ে বেশি স্থূল ও জঘন্য বিকৃতির কথা কল্পনাও করা যায় না।

তা হলে বার্নস্টাইনের মতবাদের বিস্তারিত বিরোধিতার কাজে কাউটস্কি কেমনভাবে এগিয়েছিলেন?

এই প্রশ্নে সুবিধাবাদীদের হাতে মার্ক্সবাদের যে চরম বিকৃতি ঘটেছে, কাউটস্কি তার বিশ্লেষণ করেননি। মার্ক্সের 'গৃহযুদ্ধ' গ্রন্থের ভূমিকায় এঙ্গেলসের লেখা উপরে উদ্ধৃত অনুচ্ছেদ দেখিয়ে তিনি বলেছেন, মার্ক্সের মতে শ্রমিক শ্রেণি আগের তৈরি রাষ্ট্রযন্ত্রটি শুধু দখল করেই থাকতে পারে না। তবে সাধারণভাবে বলতে গেলে, দখল করতে পারে এবং সেটাই সব। ১৮৫২ সাল থেকে মার্ক্স বলে আসছেন যে, সর্বহারা বিপ্লবের কাজ হল রাষ্ট্রযন্ত্রকে 'ধ্বংস' করা— এটাই মার্ক্সের প্রকৃত মত। বার্নস্টাইন ঠিক এর বিপরীত মতকেই মার্ক্সের মত বলে প্রচার করেন। বার্নস্টাইনের এই অপপ্রচার সম্পর্কে কাউটস্কি একটি কথাও বলেননি।

এর ফল হয়েছে এই যে, সর্বহারা বিপ্লবের কর্তব্য প্রসঙ্গে মার্ক্সবাদ ও সুবিধাবাদের মধ্যে সবচেয়ে মূলগত পার্থক্যটি কাউটস্কি চেপে গেছেন!

"সর্বহারা একনায়কত্বের সমস্যা সমাধানের ভার আমরা অনায়াসে ভবিষ্যতের হাতে ছেড়ে দিতে পারি"— বার্নস্টাইনের "বিরুদ্ধে" লেখার সময় এ কথা বলেন কাউটস্কি (জার্মান সংস্করণ, পৃষ্ঠা ১৭২)।

বার্নস্টাইনের বিরুদ্ধে এ কোনও বিতর্ক নয়। প্রকৃতপক্ষে এ হল বরং বার্নস্টাইনকেই সুবিধা দেওয়া, সুবিধাবাদের কাছে আত্মসমর্পণ করা। কারণ সুবিধাবাদীরা সর্বহারা বিপ্লবের কর্তব্য প্রসঙ্গে যাবতীয় মূল প্রশ্ন "ভবিষ্যতের হাতে অনায়াসে ছেড়ে দেওয়া"-র চেয়ে ভালো আর কিছু বর্তমানে চান না।

১৮৫২ থেকে ১৮৯১ সাল— এই চল্লিশ

ছয়ের পাতায় দেখুন

বিজেপি শাসনে ‘বিকাশের’ নমুনা

গুজরাটে পাঁচ বছরে নারী-শিশুদের উপর অত্যাচার বেড়ে দ্বিগুণ

গত পাঁচ বছরে গুজরাটে নারী ও শিশুদের উপর অত্যাচার দ্বিগুণ হয়েছে। ন্যাশনাল কমিশন ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস গত পাঁচ বছরে ২,২৯৪টি ঘটনা নথিভুক্ত হয়েছে, ন্যাশনাল কমিশন ফর ওমেনে নথিভুক্ত ঘটনার সংখ্যা ২,২৭১টি।

রাজ্যসভায় ৬ ডিসেম্বর ২০২৩-এ রাজ্যসভায় নারী ও শিশুকল্যাণ দপ্তরের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দেখা যাচ্ছে, নারী ও শিশুদের উপর অত্যাচার গুণোত্তর হারে বাড়ছে। ২০১৮-১৯ থেকে ২০২২-২৩-এ বেড়েছে পাঁচ গুণ। (দ্য নিউ ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস-১৬ জানুয়ারি ২০২৪)

উত্তরপ্রদেশে নিয়োগ পরীক্ষায় প্রশ্ন ফাঁস

৬০,২৪৪টি কনস্টেবল পদের জন্য ৪৮.১৭ লক্ষ আবেদন পড়ে। প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ায় পরীক্ষার পর তা বাতিল করতে হয়। এর জেরে এক পরীক্ষার্থী আত্মঘাতী হন।

(৪ মার্চ ’২৪ আনন্দবাজার পত্রিকা)

ভাতা-বৃদ্ধির দাবি প্রতিবন্ধী ঐক্যমঞ্চের

মানবিকতা ভাতা এক হাজার টাকা থেকে বাড়িয়ে পাঁচ হাজার টাকা করার দাবিতে ১ মার্চ পশ্চিমবঙ্গ প্রতিবন্ধী ঐক্যমঞ্চের আহ্বানে পাঁচ

শতাধিক প্রতিবন্ধকতা-যুক্ত মানুষ সল্টলেক-করুণাময়ীর নিবেদিতা ভবনের সামনে অবস্থান-বিক্ষোভে সামিল হন।

সমিতির অন্যতম যুগ্ম সম্পাদক সৈকত কুমার কর বলেন, দশ বছর আগে আমাদের আন্দোলনের ফলে এক হাজার টাকা মাসিক ভাতা ধার্য হয়। এতদিন পর যখন জিনিসপত্রের দাম হয়েছে আকাশছোঁয়া, তখনও এই ভাতা ২০২৪-২৫-এর রাজ্য বাজেটে এক পয়সাও বাড়ল না। তেলেঙ্গানা রাজ্যে প্রতিবন্ধী ভাতার পরিমাণ মাসে ৪০০০ টাকা, ত্রিপুরায় ২০০০ টাকা। প্রতিবন্ধীদের জন্য আইন ‘রাইটস অফ পার্সনস উইথ ডিজএবিলিটিস অ্যাক্ট ২০১৬’-র ২৪-আই নং ধারায় তো পরিষ্কার বলা আছে যে এই ধরনের ভাতার পরিমাণ এমন হতে হবে যেন এর প্রাপক প্রতিবন্ধীরা উপযুক্ত জীবনযাত্রার মান অর্জন করতে পারেন। সে কথাও মানছে না রাজ্য সরকার।

বিক্ষোভ সভার সভাপতি, ঐক্যমঞ্চের রাজ্য কমিটির বর্ষীয়ান সদস্য শঙ্কর প্রসাদ সেন বলেন, এই ভাতা বৃদ্ধির দাবি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত। এই টাকা তো সাধারণ মানুষেরই টাকা। কোটি কোটি জনসাধারণের সঙ্গে প্রতিবন্ধীরাও তো প্রতি মুহূর্তে ট্যাক্স জুগিয়ে যাচ্ছে সরকারকে। কিন্তু বিনিময়ে কেন্দ্রীয় বা রাজ্য দুই সরকারই গরিব মানুষ বা প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নের জন্য কিছুই করছে না।

প্রতিনিধিবৃন্দের সঙ্গে দেখা করেন সমাজ-কল্যাণ দপ্তরের জয়েন্ট সেক্রেটারি। তিনি নীতিগতভাবে দাবির সঙ্গে একমত হলেও, সরকার মানবিক ভাতা বাড়ানোর কথা ভাবছে কি না, সে বিষয়ে কিছু বলতে পারেননি। প্রতিনিধিদলের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, সরকার যদি দ্রুত এই দাবি পূরণে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, তবে তাঁরা অনশন আন্দোলনেও সামিল হবেন।

সিপিডিআরএসের বাঁকুড়া জেলা সম্মেলন

২৫ ফেব্রুয়ারি সিপিডিআরএস-এর প্রথম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় বাঁকুড়ার মাচানতলায়। সভাপতিত্ব করেন সুব্রত সিংহ। প্রধান অতিথি ছিলেন নদীয়া ইন্দু বিশ্বাস। বিশেষ অতিথি ছিলেন সার্ভিস ডক্টরস ফোরামের রাজ্য সম্পাদক ডাঃ সজল বিশ্বাস এবং সিপিডিআরএসের রাজ্য সম্পাদক রাজকুমার বসাক। আইনজীবী সুব্রত দাস মোদককে সম্পাদক ও সুব্রত সিংহকে সভাপতি নির্বাচিত করে জেলা কমিটি গঠন করা হয়।

মিড ডে মিল কর্মীদের বিক্ষোভ

২৭ ফেব্রুয়ারি এআইইউটিইউসি অনুমোদিত সারা বাংলা মিড ডে মিল কর্মী ইউনিয়নের পক্ষ থেকে দক্ষিণ ২৪ পরগণায় মথুরাপুর-১ বিডিওতে বিক্ষোভ দেখানো হয়। দেড় শতাধিক মহিলা এতে অংশগ্রহণ করেন। গত বছরের বাড়তি খাওয়ানোর টাকা অতি দ্রুত পাঠানো, তিন মাসের আটকে থাকা বেতন এক সপ্তাহের মধ্যে দেওয়া, মিড ডে মিল কর্মীদের দুপুরে খাওয়ার বিষয়টা সহ আরও কিছু দাবি মেনে নেওয়ার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

ত্রিপুরায় শহিদ স্মরণ

বিপ্লবী চন্দ্রশেখর আজাদ স্মরণে আগরতলায় এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও, এআইএমএসএস-এর শ্রদ্ধার্ঘ্য। ২৭ ফেব্রুয়ারি

কুটাবের বিক্ষোভে পুলিশি বাধা

৬৫ বছর বয়স পর্যন্ত কাজের অধিকার, পে স্কেল, ওয়ার্কলোডের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, বদলি, আপগ্রেডেশন, অ্যাডিশনাল নোশনাল বেনিফিট, মৃত্যুর পর গ্র্যাচুইটির অর্ডার সহ নানা দাবিতে এবং সরকারি নির্দেশ অনুযায়ী স্টেট এডেড কলেজ টিচারদের (স্যাক্ট)-দের যে বেতন, তা কমিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদে ১ মার্চ কুটাব-এর ডাকে বিকাশ ভবন অভিযান করলেন কয়েকশো স্যাক্ট টিচার।

অধ্যাপকরা শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষাসচিবের কাছে ডেপুটেশন দিতে মিছিল শুরু করলে পুলিশ তাঁদের গতিরোধ করে এবং টানা-হ্যাঁচড়া করতে শুরু করে। অবশেষে সংগঠনের ৪ জনের সঙ্গে দীর্ঘ ১ ঘন্টা বৈঠক করতে বাধ্য হন ডিপিআই। শিক্ষামন্ত্রী ও শিক্ষাসচিবের দপ্তরে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপিকা সুচন্দ্রা চৌধুরী বলেন, আমরা মুখ্যমন্ত্রী, শিক্ষামন্ত্রীর কাছে দাবি জানাচ্ছি, তাঁরা যেন অবিলম্বে স্যাক্ট-দের ন্যায্য দাবিগুলোর বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন। না হলে আমরা আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তুলব।

প্রতিবাদে ছাত্ররা

একের পাতার পর

মাধ্যম স্কুলে নিয়ে চলে গেছে। ফলে ছাত্রছাত্রীর অভাবের অজুহাতে সরকার নিজেই ৮২০৭টি স্কুল বন্ধ করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে পড়াশোনা আরও ব্যাহত হলে সরকারি স্কুলগুলিতে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা আরও কমবে এবং আরও বহু স্কুল বন্ধ হওয়ার পরিস্থিতি তৈরি হবে।

এই যখন পরিস্থিতি তখন রাজ্য সরকারকে কোনও কড়া প্রতিবাদ করতে দেখা গেল না। তারা এ কথা বলতে পারল না যে, সরকার পড়াশোনার ক্ষতি করে কেন্দ্রীয় বাহিনীকে স্কুলে রাখার অনুমতি দেবে না। রাজ্য জুড়ে, বিশেষত কলকাতা শহরে অজস্র কমিউনিটি হল, গেস্ট হাউস, স্টেডিয়াম রয়েছে। কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারের বহু প্রতিষ্ঠানেও জায়গা আছে। চাইলেই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সেগুলিতে রাখার ব্যবস্থা করা যেত। তা করা হল না কেন? তবে কি ইচ্ছাকৃত ভাবে সরকারি শিক্ষা কাঠামোটিকে ভেঙে ফেলাই উদ্দেশ্য? রাজ্য সরকারের মনোভাব দেখে এমন সম্ভাবনাকে উড়িয়ে দিতে পারছেন না বহু অভিভাবক। আর কেন্দ্রীয় সরকারের উদ্দেশ্যও অন্য কিছু নয়। হলে তারাও স্কুলে কোপ না বসিয়ে বিকল্প ব্যবস্থার কথাই ভাবত। এ আই ডি এস ও নেতৃত্বের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, তাঁরা নির্বাচন কমিশনে এবং রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীকে চিঠি দেবেন সেনাদের স্কুলে না রেখে অবিলম্বে তাঁদের রাখার বিকল্প ব্যবস্থা করার জন্য। অভিভাবকরা ছাত্রদের বিক্ষোভে অংশ নিয়ে বলেছেন, আরও জোরালো প্রতিবাদ করুন, আমরা আপনাদের সঙ্গে আছি।

সমস্যাটা শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের নয়। আজ সেনা রাখার জন্য স্কুল-কলেজ বন্ধ করা হচ্ছে, আগামী কাল অন্য অজুহাতে তা বন্ধ হবে। এমন নজির ইতিমধ্যেই পশ্চিমবঙ্গবাসী দেখেছে। আসল সমস্যা শিক্ষা সম্পর্কে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গির। সেই দৃষ্টিভঙ্গি যে শিক্ষার অনুকূল নয়, তা আজ কে না জানে! তাই বাহিনীকে দ্রুত সরানোর দাবিতে সমস্ত অভিভাবক, শিক্ষানুরাগী মানুষ, ছাত্র-শিক্ষক সংগঠন সকলকেই সোচ্চার হতে হবে।

পুদুচেরিতে লেনিন স্মরণে সমাবেশ

এস ইউ সি আই (সি) পুদুচেরি রাজ্য সংগঠনী কমিটির উদ্যোগে ১৫ ফেব্রুয়ারি লেনিন মৃত্যুশতবর্ষ উপলক্ষে কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন রাজ্য সম্পাদক কমরেড এস লেনিনদুরাই। উদ্বোধন করেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কমরেড শ্রীধর। প্রধান বক্তা পলিটবুরো সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বর্তমান প্রেক্ষাপটে লেনিনের শিক্ষার নানা দিক তুলে ধরেন। তিনি বলেন, মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদকে এসইউসিআই(সি) জীবনদর্শন হিসাবে গ্রহণ করেছে। অন্য দিকে সিপিএম-সিপিআই একে নিছক একটি রাজনৈতিক মতবাদ হিসেবে মনে করে। এই দলগুলি আজ বুর্জোয়া ভোট-রাজনীতিতে আকণ্ঠ ডুবে গেছে। কমরেড ভট্টাচার্যের ইংরেজি ভাষণ তামিলে অনুবাদ করে শোনান পুদুচেরি রাজ্য আহ্বায়ক কমরেড অনাভরথন।

মার্কিন সেনার আত্মহত্যা যুদ্ধবাজদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে দিল

অবসাদগ্রস্ত হয়ে আত্মহত্যা করেন কেউ কেউ। আত্মবিস্মৃত হয়ে জীবনে চরম সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু সম্পূর্ণ সচেতন ভাবে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মবলিদান— এর উদাহরণ বেশি নেই। নিজেকে জ্বলন্ত প্রতিবাদের শিখায় পরিণত করে আত্মাহুতি দিলেন অ্যারন বুশনেল। অত্যাচারিত মানুষের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে তাদের বাঁচার লড়াইকে সমর্থন জানিয়ে এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধবাজ রক্তলোলুপ আমেরিকা ও ইজরায়েলের কুকর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে সম্প্রতি গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা করলেন মার্কিন বায়ুসেনার এই কর্মী।

আমেরিকায় ইজরায়েলি দূতাবাসের সামনে অ্যারন বুশনেলের দেহ যখন দাউদাউ করে জ্বলছে, যন্ত্রণায় দেহ কুঁকড়ে যাচ্ছে, তখনও তাঁর মুখে ফ্রি প্যালেস্টাইনের স্লোগান। দূতাবাসের কর্মীরা আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে আনা যায়নি তাঁকে। এ দৃশ্য বিশ্বের প্রতিটি বিবেকবান মানুষকে নাড়িয়ে দিয়েছে। কিন্তু প্রশ্ন হল, অ্যারন বুশনেল মাত্র ২৫ বছর বয়সে আত্মহত্যার মতো কষ্টকর পথ বেছে নিতে বাধ্য হলেন কেন? কারা তাঁকে বাধ্য করল এ পথে যেতে?

অ্যারন অন্য পাঁচটা যুবকের মতো চাকরি করতে গিয়েছিলেন। সেনার চাকরিতে আপাত গ্ল্যামার আছে। কিন্তু তাতে যে নিজের পরিজন-প্রতিবেশীদের মতো অসংখ্য নিরীহ মানুষকে হত্যা করতে হবে, তা বোধহয় স্বপ্নেও কল্পনা করেননি। মেনে নিতে পারেননি সাম্রাজ্যবাদীদের শাসকদের নির্বিচার হত্যালীলাকে। আত্মহত্যা করেই তার প্রতিবাদ করেছেন।

আমেরিকার ইন্ধনে ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় ইজরায়েলের গাজা ভূখণ্ডে নির্বিচার বোমাবর্ষণ, নিরস্ত্র মানুষের উপর আকাশপথে, জলপথে, স্থলপথে কামান-ট্যাঙ্ক নিয়ে লাগাতার হামলায় ইতিমধ্যেই ৩০ হাজারের বেশি মানুষ মারা গিয়েছেন, যার বড় অংশ শিশু ও নারী। আহত অসংখ্য। হাসপাতালগুলিকে ধুলোয় মিশিয়ে দেওয়া হচ্ছে। ত্রাণ শিবিরের লাইনে পর্যন্ত হামলা চালিয়ে যুদ্ধে সর্বস্বান্ত মানুষকে হত্যা করেছে ইজরায়েল। যুদ্ধক্ষেত্রে গিয়ে চোখের সামনে এই নৃশংস ঘটনা বহু সেনাকর্মীর বিবেকে আঘাত করেছে। তাদের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে, সাম্রাজ্যবাদীদের বাজার দখলের খেলায় বোড়ে হিসাবে ব্যবহার করা হবে কেন তাদের? কেন নিরীহ নারী-শিশু হত্যায় তাদের হাত রক্তাক্ত হবে? ঘরে ফিরে ওই হাতে তাঁরা তাঁদের সন্তানকে আদর করবেন কী করে, পরিজনদের কাছেই বা কী জবাবদিহি করবেন?

সহ্যের সীমা পেরনোয় গত ডিসেম্বরে আটলান্টায় ইজরায়েলি দূতাবাসের সামনে গায়ে আগুন দেন একজন। তাঁর কাছ থেকে একটি প্যালেস্টাইনি পতাকা পাওয়া যায়। ফলে গাজায় ইজরায়েলি হানাদারির বিরুদ্ধে প্রতিবাদেই যে তিনি গায়ে আগুন দিয়েছিলেন, তা স্পষ্ট। তারপরই সেনাকর্মী অ্যারনের আত্মহত্যা। অসংখ্য মার্কিন সেনা এবং ইজরায়েলি সেনার বুকের ভিতর জমে থাকা যন্ত্রণার মূর্ত প্রতীক হয়ে উঠেছেন অ্যারন।

শিশুঘাতী-নারীঘাতী সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের উদ্দেশে অ্যারন ধিক্কার জানিয়েছেন যন্ত্রণাময় মৃত্যু বরণ করে। সাথে সাথে বিশ্বের যুদ্ধবিরোধী, শান্তিকামী মানুষের শোক, যন্ত্রণা ও রুদ্ধ বিবেকের দরজা যেন খুলে দিয়েছেন তিনি। আমেরিকার হাজার হাজার মানুষ প্রতিদিন অ্যারনের সমর্থনে রাস্তায় নামছেন। এমনকি নিজেদের ইউনিফর্ম পুড়িয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছেন প্রাক্তন মার্কিন সেনারা। তাঁরাও 'ফ্রি প্যালেস্টাইন', 'রিমেম্বার অ্যারন বুশনেল' স্লোগান তুলছেন। গাজায় ইজরায়েলি আগ্রাসন নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই ক্ষোভের প্রকাশ ঘটছিল মার্কিন জনতার মধ্যে। তাঁরা প্রশ্ন তুলেছিলেন, কেন তাঁদের করের টাকা ইজরায়েলের পিছনে ঢালা হবে নিরপরাধ প্যালেস্টিনীয়দের হত্যা করার জন্য? অ্যারনের আত্মহত্যা সেই ক্ষোভের বারুদে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে বলে আশঙ্কায় রয়েছে মার্কিন শাসকরা।

বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের দেশ বলে বড়াই করে সাম্রাজ্যবাদী আমেরিকা। তার অস্ত্রব্যবসা চাঙ্গা রাখতে অস্ত্র সরবরাহ করে, সৈনিক পাঠিয়ে দেশে দেশে যুদ্ধ বাধাতে এবং জিইয়ে রাখতে যা খুশি তাই করে চলেছে আমেরিকা। খোদ ইজরায়েল সরকারই বলছে, সাম্রাজ্যবাদীদের হানায় ইতিমধ্যেই ৮০ শতাংশ গাজাবাসী দেশ ছাড়তে বাধ্য হয়েছেন। তার পরেও গাজাবাসীর 'প্রতিরোধের' কথা বলে তারা দেশটাকে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। রাষ্ট্রসংঘ কাগুজে বিবৃতি দেওয়া ছাড়া কার্যত কোনও পদক্ষেপ নেয়নি। অনাহারে, অর্ধাহারে, বিনা চিকিৎসায়, জলের অভাবে মারা গিয়েছেন বহু জন। চোখের সামনে দিনের পর দিন এই দৃশ্য 'মানুষ' হয়ে দেখা সম্ভব হয়নি— তাই বিশ্বের শান্তিকামী মানুষের জ্বলন্ত বিবেক হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছেন অ্যারন। অ্যারনের মৃত্যু জাগিয়ে তুলেছে বিশ্ব জুড়ে বহু মানুষের বিবেককে।

পাটনায় জোনাল যুব কনভেনশন

সকল বেকারের কাজের দাবিতে এবং দুর্নীতি, সাম্প্রদায়িকতা, অপসংস্কৃতি, মদ ও মাদক প্রতিরোধে এআইডিওয়াইও-র উদ্যোগে পাটনার আইএমএ হলে অনুষ্ঠিত হল বিহার ও ঝাড়খন্ড রাজ্য জোনাল যুব কনভেনশন। কনভেনশনে তিন শতাধিক যুবক অংশগ্রহণ করেন। কনভেনশন পরিচালনা করেন সংগঠনের বিহার রাজ্য কমিটির সম্পাদক বিকাশ কুমারের নেতৃত্বে সুশান্ত সরকার ও হারাধন মাহাতো। শুরুতে কৃষক আন্দোলনে শহিদদের স্মরণে নীরবতা পালন করা হয়। কনভেনশনে উদ্বোধক ছিলেন পাটনা সায়েন্স কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ ডঃ নওল কিশোর চৌধুরী। বক্তা ছিলেন জামশেদপুর করিমসিটি কলেজের অধ্যাপক ডঃ সুভাষ চন্দ্র গুপ্তা। মূল প্রস্তাব পাঠ করেন ঝাড়খণ্ড রাজ্য কমিটির সদস্য সঞ্জয় কালিন্দী। মূল প্রস্তাবের সমর্থনে বক্তব্য রাখেন অরবিন্দ কুমার এবং পতিত পাবন কুইলা। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন এআইডিওয়াইও-র সর্বভারতীয় সভাপতি কমরেড নিরঞ্জন নস্কর এবং সর্বভারতীয় কমিটির সম্পাদক কমরেড অমরজিৎ কুমার ও সর্বভারতীয় কমিটির কোষাধ্যক্ষ অঞ্জন মুখার্জী।

সর্বভারতীয় ব্যাঙ্ককর্মী সম্মেলন

অল ইন্ডিয়া ব্যাঙ্ক এমপ্লয়িজ ইউনিটি ফোরামের উদ্যোগে ২৪-২৫ ফেব্রুয়ারি ব্যাঙ্ক কর্মীদের সর্বভারতীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হল কলকাতার মৌলালি যুব কেন্দ্রে। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্ক গুলি ব. বেসরকারিকরণ না করা, স্থায়ী কাজে স্থায়ী কর্মী নিয়োগ, নয়া শ্রমকোড বাতিল, কন্ট্রাক্ট-ক্যাজুয়েল কর্মীদের স্থায়ী কর্মীতে এবং পার্টটাইম কর্মীদের ফুলটাইম কর্মীতে পরিণত করা সহ নানা দাবিতে তিন শতাধিক ব্যাঙ্ক কর্মচারী সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। সম্মেলনের শুরুতে একটি সুসজ্জিত মিছিল শিয়ালদা স্টেশন থেকে বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে মৌলালি যুবকেন্দ্রে পৌঁছয়। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের সভাপতি বিজয় পাল সিং। উদ্বোধনী বক্তব্য রাখেন এআইইউটিইউসি-র সাধারণ সম্পাদক শঙ্কর দাশগুপ্ত। বক্তব্য রাখেন ফোরামের সহ সভাপতি পূর্ণ চন্দ্র বেহেরা, সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ রায়মণ্ডল, সম্পাদক গৌরীশঙ্কর দাস।

উদ্বোধনী সমাবেশের প্রধান বক্তা এআইইউটিইউসি-র সর্বভারতীয় সহ সভাপতি স্বপন ঘোষ ব্যাঙ্ক শিল্পের বর্তমান অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ব্যাঙ্ককর্মীদের করণীয় দিকগুলি তুলে ধরেন। পূর্ণ চন্দ্র বেহেরাকে সভাপতি, জগন্নাথ রায়মণ্ডলকে সাধারণ সম্পাদক এবং রতন কর্মকারকে কোষাধ্যক্ষ করে ৫২ জনের সর্বভারতীয় কমিটি গঠিত হয়।

বাইক ট্যাক্সি চালকদের

কমার্শিয়াল পারমিটের দাবি আদায়

বাণিজ্যিক পারমিট সহ নানা দাবিতে বাইক ট্যাক্সি চালকরা দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। ১ মার্চ সল্টলেক আরটিও অফিসে পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশীষ চক্রবর্তী বাণিজ্যিক প্লেটের 'পারমিট' বাইক ট্যাক্সি চালকদের হাতে তুলে দিয়ে উদ্বোধন করেন। কলকাতা সাবারবান বাইক ট্যাক্সি অপারেটরস ইউনিয়নের (এআইউটিইউসি অনুমোদিত) সভাপতি শান্তি ঘোষ ও সম্পাদক দেবু সাউ পরিবহণ মন্ত্রী ও প্রতিমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানান। ওই দিন সবুজ পতাকা দেখিয়ে বাণিজ্যিক বাইকের যাত্রার সূচনা করেন পরিবহণ মন্ত্রী, পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী সহ দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিকরা। অন্যান্য দাবি পূরণের জন্য পরিবহণ মন্ত্রীর কাছে স্মারকলিপি দেন ইউনিয়ন সদস্যরা।

সভাপতি শান্তি ঘোষ বলেন, আমরা আন্দোলন করে বাণিজ্যিক পারমিট পেয়েছি। কিন্তু অন্যান্য অপূরিত দাবি— লোন পরিশোধ না হওয়া বাইকগুলোকেও অবিলম্বে বাণিজ্যিক পারমিট দেওয়া, সরকারি 'যাত্রী সাথী' অ্যাপ বাইক ট্যাক্সিতে অন্তর্ভুক্ত করা, বাইকের 'ফেয়ার স্ট্রাকচার' ঘোষণা করা, বাইক চালকদের পরিবহণ কর্মীর স্বীকৃতি দিয়ে সামাজিক সুরক্ষা যোজনার অন্তর্ভুক্ত করা, সকল সার্ভিস প্রোভাইডারদের (ওলা, উবের, র‍্যাপিডো) কলকাতায় দিনরাত ২৪ ঘণ্টার জন্য অফিস খুলে রাখা ইত্যাদি দাবিতে দীর্ঘস্থায়ী আন্দোলনে সামিল হওয়ার আহ্বান জানান।

রাষ্ট্র ও বিপ্লব

তিনের পাতার পর

বছর ধরে মার্ক্স ও এঙ্গেলস সর্বহারা শ্রেণিকে শিখিয়েছেন যে, রাষ্ট্রযন্ত্রকে তাঁদের ধ্বংস করতেই হবে। তবুও, সুবিধাবাদীরা যখন মার্ক্সবাদের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাসঘাতকতা করল, ১৮৯৯ সালে সেই বিশ্বাসঘাতকতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কাউটস্কি কপটতার আশ্রয় গ্রহণ করেন। রাষ্ট্র ধ্বংস করা দরকার কি না, এই প্রশ্নের বদলে তিনি রাষ্ট্র ধ্বংসের মূর্ত রূপ কী হবে এই প্রশ্ন হাজির করেন। এবং তারপর এই 'তর্কাতীত' (এবং নিষ্ফল) কূপমণ্ডুক সত্যের আড়ালে আশ্রয় গ্রহণ করে বলেন, এই মূর্ত রূপগুলি আগে থেকে জানা যায় না!

শ্রমিক শ্রেণিকে বিপ্লবের কাজে প্রস্তুত করার সর্বহারা পার্টির কর্তব্য প্রসঙ্গে মার্ক্স ও কাউটস্কির মতামতের মধ্যে দুস্তর ব্যবধান রয়েছে।

কাউটস্কির পরবর্তী ও আরও পরিণত বইটি প্রসঙ্গে এবার আসা যাক। এই বইটিও অনেকটা সুবিধাবাদী সুলভ ভুলভ্রান্তির সমালোচনা করার জন্য লেখা হয়েছিল। এই পুস্তিকার নাম হল 'দি সোস্যাল রেভলিউশন'। এই গ্রন্থে লেখক আলোচনার বিশেষ বিষয় হিসাবে বেছে নিয়েছেন 'সর্বহারা বিপ্লব' ও 'সর্বহারা রাজ'। এই পুস্তিকায় তিনি অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন, কিন্তু রাষ্ট্র প্রসঙ্গে আলোচনা তিনি স্রেফ এড়িয়ে গিয়েছেন। সমস্ত পুস্তিকা জুড়ে লেখক শুধু রাষ্ট্রক্ষমতা অধিকার করার কথা বলেছেন— আর কিছু বলেননি। অর্থাৎ এমন একটি সূত্র তিনি বেছে নিয়েছেন যাতে সুবিধাবাদীদের সুবিধা দেওয়া হয়। সেই সূত্রে তিনি রাষ্ট্রযন্ত্র ধ্বংস না করে ক্ষমতা দখলের সম্ভাবনার কথা স্বীকার করেছেন। ১৮৭২ সালে কমিউনিস্ট ইস্তাহারের কর্মসূচিতে মার্ক্স যে চিন্তাকে বাতিল বলে ঘোষণা করেছিলেন, ১৯০২ সালে কাউটস্কির হাতে তা পুনরুজ্জীবিত হয়েছে!

এই পুস্তিকার একটা পরিচ্ছেদে 'সমাজ বিপ্লবের রূপ ও হাতিয়ার' প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে। এখানে কাউটস্কি রাজনৈতিক গণধর্মঘট, গৃহযুদ্ধ, 'আমলাতন্ত্র ও সেনাবাহিনীর মতো আধুনিক বৃহৎ রাষ্ট্রের ক্ষমতার উপকরণ' সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কিন্তু কমিউনের অভিজ্ঞতা শ্রমিকদের ইতিমধ্যেই যে শিক্ষা দিয়েছে, সে সম্পর্কে একটি কথাও তিনি বলেননি। স্পষ্টতই, রাষ্ট্রের প্রতি 'অন্ধ ভক্তি'-র বিরুদ্ধে, এঙ্গেলস বিশেষ করে জার্মান সমাজতন্ত্রীদের যে সতর্ক করে দিয়েছিলেন, তা অকারণে ছিল না।

কাউটস্কি বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছিলেন এইভাবে যে, বিজয়ী সর্বহারা শ্রেণি 'গণতান্ত্রিক কর্মসূচি কাজে পরিণত করবে', এবং তিনি তার ধারা-উপধারা রচনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন। কিন্তু ১৮৭১ সাল সর্বহারা গণতন্ত্রের দ্বারা বুর্জোয়া গণতন্ত্রকে দমনের যে নতুন শিক্ষা আমাদের দিয়েছিল, সে প্রসঙ্গে তিনি একটা কথাও বলেননি। 'গুরুগম্ভীর' মামুলি যুক্তির অবতারণা করে তিনি প্রশ্নটির নিষ্পত্তি করেছেন। যেমন তিনি বলেছেন ঃ

'তবুও বলার অপেক্ষা রাখে না যে, বর্তমান পরিস্থিতিতে আমরা বিজয় অর্জন করতে পারব না। বিপ্লব অর্থেই বুঝতে হবে, একটা দীর্ঘস্থায়ী এবং সুগভীর সংগ্রাম, যা আমাদের বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তন ঘটাবে।'

ঘোড়া ওটস খায় বা ভলগা নদী কাস্পিয়ান সাগরে পড়েছে, এই কথাগুলো যেমন সত্য, নিঃসন্দেহে এই 'বলার অপেক্ষা রাখে না' কথাগুলোও সেই ধরনের সত্য। শুধু দুঃখের বিষয় হল, 'সুগভীর সংগ্রাম' সম্পর্কে এই গালভরা ফাঁকা কথাগুলো ব্যবহার করা হয়েছে বিপ্লবী সর্বহারা শ্রেণির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় এড়িয়ে যাওয়ার জন্য। বিষয়টি হল ঃ রাষ্ট্র সম্পর্কে, গণতন্ত্র সম্পর্কে সর্বহারা বিপ্লবের 'সুগভীর' প্রকৃতি সম্পর্কিত, যা আগেকার অ-সর্বহারা বিপ্লবগুলি থেকে একেবারেই আলাদা।

এই প্রশ্নটি এড়িয়ে গিয়ে, কাউটস্কি প্রকৃতপক্ষে এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টিতে সুবিধাবাদকে সুযোগ করে দেন। যদিও, মুখে তিনি সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে প্রবল যুদ্ধ ঘোষণা করেন এবং 'বিপ্লবের ধারণার' গুরুত্বের উপর বিশেষ জোর দেন (এই 'ধারণা' কতটা কার্যকর, যখন কেউ শ্রমিকদের বিপ্লবের সুনির্দিষ্ট শিক্ষা দিতে ভয় পায়?), অথবা বলেন, 'বিপ্লবী আদর্শবাদ সবকিছুর আগে', বা ঘোষণা করেন যে, ইংল্যান্ডের শ্রমিকরা এখন 'পেটি বুর্জোয়াদের থেকে একটু বেশি'।

কাউটস্কি লিখেছেন, 'নানা ধরনের প্রতিষ্ঠান— আমলাতান্ত্রিক(??), ট্রেড ইউনিয়ন, সমবায়, ব্যক্তিগত— সমাজতান্ত্রিক সমাজে এরা পাশাপাশি থাকতে পারে। এমন কিছু প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলি আমলাতান্ত্রিক (??) সংগঠন ছাড়া চলতে পারে না। যেমন রেলব্যবস্থা। এখানে গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলি এই ধরনের রূপ নিতে পারে ঃ শ্রমিকরা প্রতিনিধিদের নির্বাচিত করে, যে প্রতিনিধিরা পার্লামেন্ট ধাঁচের প্রতিষ্ঠান তৈরি করে। এই প্রতিষ্ঠান নিয়ম-কানুন তৈরি করে এবং আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রটির কাজকর্ম দেখভাল করে। অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মের দায়িত্ব চলে যেতে পারে ট্রেড ইউনিয়নের হাতে, অন্যগুলো সমবায় সংগঠনে পরিণত হতে পারে' (পৃষ্ঠা ১৪৮ ও ১১৫, রুশ অনুবাদ, ১৯০৩ সালে জেনেভায় প্রকাশিত)।

এই যুক্তি ভ্রান্ত। কমিউনের শিক্ষাকে গ্রহণ করে সত্তরের দশকে মার্ক্স ও এঙ্গেলস যে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন তার তুলনায় এ হল এক পা পিছনের দিকে হাঁটা।

যে 'আমলাতান্ত্রিক' সংগঠনকে প্রয়োজনীয় বলে মনে করা হয়, সেই দিক থেকে দেখতে গেলে রেলওয়ে এবং বৃহদায়তন মেশিন শিল্পের যে কোনও ধরনের প্রতিষ্ঠান, যে কোনও কারখানা, বড় গুদামঘর কিংবা বৃহদায়তন পুঁজিবাদী কৃষি-প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কোনও পার্থক্য নেই। এই ধরনের সমস্ত প্রতিষ্ঠানে চাই সুকঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলা, নিজের উপর ন্যস্ত দায়িত্ব পালনে প্রত্যেকের চাই চূড়ান্ত নির্ভুলতা। কারণ তা না হলে গোটা প্রতিষ্ঠানটির কাজকর্ম বন্ধ হয়ে যেতে পারে, বা মেশিনপত্র কিংবা উৎপাদিত দ্রব্য ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এই ধরনের প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকরা অবশ্যই 'প্রতিনিধি নির্বাচন করবে, যারা সংসদ ধরনের একটা কিছু তৈরি করবে।'

কিন্তু গোটা জিনিসটি হল এই যে, 'সংসদ ধরনের' এই প্রতিষ্ঠান, বুর্জোয়া-সংসদীয় প্রতিষ্ঠান বলতে আমরা যা বুঝি, তা হবে না। আসল কথা হল, এই 'সংসদ ধরনের একটা কিছু' কেবল 'নিয়ম কানুন তৈরি এবং আমলাতান্ত্রিক যন্ত্রের পরিচালনা তদারক' করবে না— কাউটস্কি অবশ্য তেমনই মনে করেন, তাঁর ধারণা বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থার কাঠামোর সীমা পার হতে পারে না। সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক ডেপুটিদের নিয়ে গঠিত 'পার্লামেন্ট ধরনের' ব্যবস্থায় অবশ্যই 'রাষ্ট্রযন্ত্রে'র 'কাজকর্মের নিয়ম-কানুন তৈরি করা হবে এবং কাজকর্মের তদারকিও করা হবে', কিন্তু এই যন্ত্র 'আমলাতান্ত্রিক' হবে না। রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে শ্রমিক শ্রেণি পুরনো আমলাতান্ত্রিক রাষ্ট্রযন্ত্রকে ধ্বংস করবে, তারা এই রাষ্ট্রযন্ত্রকে সমূলে উৎপাটিত করবে, এর একটি ইটকেও অবশিষ্ট রাখবে না এবং তার জায়গায় এই একই শ্রমিক ও কর্মচারীদের নিয়ে তৈরি নতুন রাষ্ট্রযন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবে। এই শ্রমিক ও কর্মচারীরা যাতে আমলাতান্ত্রিক না হতে পারে সে জন্য তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। এই ব্যবস্থা সম্পর্কে মার্ক্স এবং এঙ্গেলস বিস্তারিভাবে বলেছেন ঃ ১) শুধু নির্বাচন নয়, নির্বাচিত ডেপুটিদের যে কোনও সময়ে পদ থেকে সরিয়ে দেওয়ার অধিকার থাকবে। ২) এই ডেপুটিদের বেতন সাধারণ শ্রমিকের চেয়ে বেশি হবে না। ৩) সকলকে নিয়ন্ত্রণ ও তদারকির কাজে অংশগ্রহণ করানো যাতে সকলেই কিছু সময়ের জন্য 'আমলা' হবে, এবং তাই কেউই 'আমলাতান্ত্রিক' হতে পারবে না।

সমাজতান্ত্রিক সমাজে শ্রমিক ডেপুটিদের নিয়ে গঠিত 'পার্লামেন্ট ধরনের' ব্যবস্থায় অবশ্যই 'রাষ্ট্রযন্ত্রে'র 'কাজকর্মের নিয়ম-কানুন তৈরি করা হবে এবং কাজকর্মের তদারকিও করা হবে', কিন্তু এই যন্ত্র 'আমলাতান্ত্রিক' হবে না।

মার্ক্সের চিন্তা কাউটস্কি আদৌ প্রতিফলিত করেননি। মার্ক্স বলেছেন ঃ 'কোনও সংসদীয় প্রতিষ্ঠান নয়, কমিউনকে হতে হত কাজ পরিচালনা করার প্রতিষ্ঠান— একই সঙ্গে আইন তৈরির ও প্রশাসনিক কাজ পরিচালনা করার প্রতিষ্ঠান'।

কাউটস্কি বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থার সাথে সর্বহারা গণতন্ত্রের পার্থক্য আদৌ বুঝতে পারেননি। বুর্জোয়া সংসদীয় ব্যবস্থা গণতন্ত্রের (জনগণের জন্য নয়) সাথে আমলাতন্ত্রকে (জনগণের বিরুদ্ধে) এক সাথে যুক্ত করে। আর সর্বহারা গণতন্ত্র আমলাতন্ত্রকে সমূলে উচ্ছেদ করার জন্য তৎক্ষণাৎ ব্যবস্থা গ্রহণ করে, এই ব্যবস্থাকে একেবারে শেষ পর্যন্ত অনুসরণ করে আমলাতন্ত্রকে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করে এবং জনগণের জন্য পূর্ণ গণতন্ত্র প্রবর্তন করে।

কাউটস্কি এখানে সেই রাষ্ট্রের প্রতি পুরনো 'অন্ধ ভক্তি' এবং আমলাতন্ত্রের প্রতি 'অন্ধ বিশ্বাস'-এর পরিচয় দিয়েছেন।

আমরা এখন সুবিধাবাদের বিরুদ্ধে কাউটস্কির সর্বশেষ ও সবচেয়ে উৎকৃষ্ট রচনা 'ক্ষমতালাভের পথ' ('রোড টু পাওয়ার') পুস্তিকাটি সম্পর্কে আলোচনা করব (আমার বিশ্বাস, এই পুস্তিকা রুশ ভাষায় অনূদিত হয়নি। কারণ ১৯০৯ সালে যখন এটি প্রকাশিত হয়েছিল, সেই সময় রাশিয়ায় দারুণ প্রতিক্রিয়ার যুগ)। এই পুস্তিকায় যথেষ্ট অগ্রগতির পরিচয় লক্ষ করা যায়। কারণ, ১৮৯৯ সালে বার্নস্টাইনের বিরুদ্ধে লেখা পুস্তিকার মতো এই পুস্তিকাতে সাধারণভাবে বৈপ্লবিক কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করা হয়নি এবং ১৯০২ সালে প্রকাশিত 'সমাজ বিপ্লব' নামের পুস্তিকার মতো এই পুস্তিকায় ঘটনাকাল উপেক্ষা করে সমাজ বিপ্লবের ভূমিকা সম্পর্কেও আলোচনা করা হয়নি। যে সব সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির জন্য আমরা স্বীকার করতে বাধ্য হই যে 'বৈপ্লবিক যুগ' এগিয়ে আসছে, এই পুস্তিকায় সে সবই আলোচিত হয়েছে।

লেখক নির্দিষ্ট করে সাধারণভাবে শ্রেণি সংগ্রামের তীব্রতা বৃদ্ধির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং সাম্রাজ্যবাদ যা এ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, তার প্রতিও মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, পশ্চিম ইউরোপে '১৭৮৯ থেকে ১৮৭১ পর্যন্ত বিপ্লবী যুগের পর', ১৯০৫ সালে একই ধরনের আর একটা বিপ্লবী যুগ পূর্ব ইউরোপে শুরু হয়েছে। অত্যন্ত দ্রুত গতিতে বিশ্বযুদ্ধ ধেয়ে আসছে। "অপরিণত বিপ্লবের কথা শ্রমিক শ্রেণি আর বলতে পারে না।" "আমরা একটা বিপ্লবী যুগে প্রবেশ করেছি"। "বিপ্লবী যুগ শুরু হয়ে গেছে।"

এইসব ঘোষণা একেবারে পরিষ্কার। জার্মানির সোস্যাল ডেমোক্রেসি সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের আগে যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল এবং যুদ্ধবাধার পর কাউটস্কি সহ তাদের গভীর অধঃপতন— এই দুইয়ের তুলনার ক্ষেত্রে কাউটস্কির এই পুস্তিকাকে বিচারের মাপকাঠি হিসেবে ব্যবহার করা উচিৎ। যে পুস্তিকার কথা আমরা আলোচনা করছি সেখানে কাউটস্কি লিখেছেন, "বর্তমান পরিস্থিতিতে বিপদ হচ্ছে এই যে, আমরা (অর্থাৎ জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রেসি) বাস্তবে যতটা নরমপন্থী তার থেকে আমাদের অনেক বেশি নরমপন্থী বলে মনে হতে পারে।" বস্তুত জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রেটিক পার্টিকে যতটা নরমপন্থী ও সুবিধাবাদী বলে মনে হয়েছিল, দেখা গেল বাস্তবে তারা তার চেয়েও অনেক বেশি নরমপন্থী ও সুবিধাবাদী!

আরও লক্ষণীয় বিষয় হল, কাউটস্কি যদিও নির্দিষ্টভাবে ঘোষণা করেছিলেন, বিপ্লবের যুগ শুরু হয়ে গেছে, তবুও এই পুস্তিকায় তিনি রাষ্ট্রের প্রশ্নটিকে আবারও সম্পূর্ণ ভাবে এড়িয়ে গিয়েছেন। অথচ তিনি নিজেই বলেছেন যে, এই পুস্তিকায় 'রাজনৈতিক বিপ্লব'-এর বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

রাষ্ট্রের প্রশ্ন এইভাবে এড়িয়ে যাওয়া, বাদ দেওয়া ও দ্ব্যর্থবোধক বাক্য প্রয়োগ করা— এ সব কিছুরই অনিবার্য পরিণাম সুবিধাবাদের কবলে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ। এই বিষয়টি আমাদের এখন আলোচনা করতে হবে।

জার্মান সোস্যাল ডেমোক্রেসির মুখপাত্র কাউটস্কি যেন ঘোষণা করেছেন ঃ আমি বিপ্লবী চিন্তা মেনে চলি (১৮৯৯), আমি বিশেষভাবে মনে করি সর্বহারা শ্রেণির সমাজবিপ্লব অবশ্যম্ভবী (১৯০২), বিপ্লবের নতুন যুগ এগিয়ে আসছে তা আমি স্বীকার করি (১৯০৯)। তবুও, এখন যখন রাষ্ট্র সম্পর্কে সর্বহারা বিপ্লবের কর্তব্য কী, সেই প্রশ্ন তোলা হচ্ছে (১৯১২), তখন ১৮৫২ সালে মার্কস যা বলেছিলেন আমি তা স্বীকার করি না।

পান্নেকোয়েকের সঙ্গে কাউটস্কির বিতর্কে প্রশ্নটি ঠিক এরকম সরাসরি ভাবে তোলা হয়েছিল।

(চলবে)

ভোটে জিতলে জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের প্রতিশ্রুতি দিন

বিরোধী দলগুলির কাছে চিঠি শিক্ষাবিদদের

২৯ ফেব্রুয়ারি দেশের প্রায় সমস্ত বিরোধী রাজনৈতিক দলের কাছে চিঠি দিল অল ইন্ডিয়া সেভ এডুকেশন কমিটি। চিঠিতে বলা হয়েছে, জনবিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতি প্রতিরোধ করতে আপনারা সর্বশক্তি নিয়োগ করুন এবং আপনাদের নির্বাচনী ইস্তেহারে ঘোষণা করুন— যদি ক্ষমতায় আসেন তা হলে আপনাদের দল এই শিক্ষানীতি প্রত্যাহার করতে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করবে। কংগ্রেস, বিএসপি, সিপিএম, তৃণমূল কংগ্রেস, এনসিপি, আম আদমি পার্টি, সিপিআই, সিপিআই(এমএল) লিবারেশন, বিজু জনতা দল, ডিএমকে, টিডিপি, এসইউসিআই(কমিউনিস্ট), ফরওয়ার্ড ব্লক, আরএসপি, শিরোমণি অকালি দল, জেডিইউ, আরজেডি, এসপি, ভারতীয় ট্রাইবাল পার্টি, ভয়েস অফ পিপলস পার্টি-মেঘালয় প্রমুখ দলকে তাদের অফিসে বা ই-মেইল করে এই চিঠি পাঠানো হয়েছে।

২৬ ফেব্রুয়ারি কমিটির পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীকে ও সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাছে স্মারকলিপি দিয়ে বিজেপি সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিলের দাবি জানানো হয়েছে।

স্মারকলিপিতে বলা হয়েছে, জাতীয় শিক্ষানীতি ২০২০ কেবল চূড়ান্ত জনবিরোধী এবং গরিব মানুষের শিক্ষার স্বার্থবিরোধীই নয়, এই শিক্ষানীতি দেশের ঐক্য ও সংহতিকে বিপর্যস্ত করবে, সম্পদশালী ও সম্পদহীন মানুষের মধ্যে বিভাজনকে আরও বৃদ্ধি করবে এবং দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এই শিক্ষানীতির মাধ্যমে বেসরকারিকরণ ও বাণিজ্যিকীকরণ এবং কর্পোরেট সংস্থার হাতে পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকেই তুলে দেওয়ার ব্যবস্থা পাকা করা হয়েছে। সংবিধানের যুগ্ম তালিকায় শিক্ষা অন্তর্ভুক্ত হলেও এ বিষয়ে রাজ্য সরকারগুলির সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকারকেও চূড়ান্তভাবে লঙ্ঘন করা হয়েছে।

কমিটির দাবি, সমস্ত রকম সরকারি প্রভাব ও হস্তক্ষেপ মুক্ত একটি নতুন শিক্ষা কমিশন গঠন করতে হবে। তাতে দেশের স্বনামধন্য শিক্ষাবিদদের সদস্য করতে হবে, যাতে সব রকম পক্ষপাতিত্ব ও বিদ্বেষমুক্ত হয়ে শিক্ষার সঙ্গে যুক্ত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের মতামত সংগ্রহ করে জনস্বার্থমুখী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা যায়। মুখ্যমন্ত্রীদের দেওয়া চিঠিতে কমিটি দাবি করেছে, জাতীয় শিক্ষানীতি যেন তাঁরা রাজ্যে চালু না করেন এবং তাঁরা যেন নিজেদের রাজ্যে বিশিষ্ট শিক্ষাবিদদের নিয়ে আলাদা কমিশন গঠন করে বিকল্প জনস্বার্থবাহী শিক্ষানীতি প্রণয়ন করেন।

কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে প্রেরিত স্মারকলিপিতে দেশের প্রথম সারির পাঁচ শতাধিক শিক্ষাবিদ এবং বুদ্ধিজীবী স্বাক্ষর করেছেন। যাঁদের মধ্যে অন্যতম ইরফান হাবিব, প্রকাশ এন শাহ, ধ্রুবজ্যোতি মুখোপাধ্যায়, রাম পুনিয়ানি, চন্দ্রশেখর চক্রবর্তী, তরুণ নস্কর প্রমুখ।

লড়াইয়ে অবিচল আশাকর্মীরা কর্মবিরতিতে

একের পাতার পর

চূড়ান্ত আর্থিক বঞ্চনা, কর্মক্ষেত্রে হয়রানি এবং অস্বাভাবিক কাজের বোঝা কর্মীদের ধৈর্যচ্যুতি ঘটিয়েছে। তাই তাঁরা ১ মার্চ থেকে কর্মবিরতিতে যেতে বাধ্য হন। ৩ মার্চ থেকে শুরু হয়েছে ন্যাশনাল পোলিও প্রোগ্রাম। আশাকর্মীদের দিয়েই এই কাজ করানো হয়। এর জন্যও প্রায় কোনও পারিশ্রমিক দেওয়া হয় না।

এই অবস্থায় রাজ্যের ৯৯ শতাংশ আশাকর্মী ভীতি প্রদর্শন, চাপ, প্রশাসনিক হয়রানিকে উপেক্ষা করে ১ মার্চ থেকে কর্মবিরতিতে সামিল হয়েছেন এবং প্রায় কেউই পোলিও প্রোগ্রামে অংশগ্রহণ করেননি। স্বাভাবিক ভাবেই আশাকর্মীদের এই কর্মবিরতি স্বাস্থ্য পরিষেবা ক্ষেত্রে একটা বড় ধাক্কা। আশাকর্মীরা দাবি করেছেন, ফিক্সড ভাতা বৃদ্ধি সহ তাঁদের বাকি দাবিগুলি পূরণের জন্য স্বাস্থ্য মিশন, রাজ্য সরকার তাঁদের সঙ্গে বৈঠকে বসুক। না হলে আন্দোলন আরও তীব্র হবে।

সমর্থন এআইইউটিইউসি-র

আশাকর্মীদের কর্মবিরতিকে সমর্থন করার জন্য সর্বস্তরের শ্রমজীবী মানুষ সহ সকলের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এআইইউটিইউসি-র রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস।

তিনি দাবি করেন, মুখ্যমন্ত্রী অথবা বিভাগীয় মন্ত্রীকে অবিলম্বে পশ্চিমবঙ্গ আশাকর্মী ইউনিয়নের সাথে আলোচনায় বসতে হবে।

১ মার্চ তাঁর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল আশাকর্মীদের সমস্যা মেটানোর আর্জি নিয়ে এনএইচএম-এর মিশন ডাইরেক্টর এবং স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন দেন।

ঝাড়গ্রাম জেলা বিড়ি শ্রমিক সম্মেলন

এআইইউটিইউসি অনুমোদিত বিড়ি ওয়ার্কার্স অ্যান্ড এমপ্লয়িজ ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ার ঝাড়গ্রাম জেলা শাখার আহ্বানে ২ মার্চ বিনপুর ১-২ ব্লক বিড়ি শ্রমিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় শিরীষবনী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে। সভাপতিত্ব করেন রাধারঞ্জন মহাপাত্র। ন্যূনতম মজুরি, সরকারি পরিচয়পত্র দেওয়া, বোনাস, পিএফ, পেনশন, বিড়ি শ্রমিক কল্যাণ প্রকল্প চালু করা সহ ১১ দফা দাবিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ করে মুখ্যমন্ত্রী ও প্রধানমন্ত্রীর কাছে পাঠানোর কর্মসূচি গৃহীত হয়। উদ্বোধন করেন এআইইউটিইউসি জেলা সংগঠক দীপক অধিকারী। বক্তব্য রাখেন রাজ্য কমিটির সদস্য সনাতন দাস। বিশ্বনাথ প্রতিহারকে কনভেনর করে ২৩ জনের বিনপুর ১-২ ব্লক কমিটি গঠিত হয়।

বিপ্লবী গোপীনাথ সাহা স্মরণে

স্বাধীনতা সংগ্রামের আপসহীন বিপ্লবী ধারার শহিদ গোপীনাথ সাহার আত্মোৎসর্গের শতবর্ষে হুগলির শ্রীরামপুরে তাঁর প্রতিকৃতি নিয়ে মিছিলে এআইডিএসও, এআইডিওয়াইও এবং কমসোমল-এর সদস্যরা। ১ মার্চ

রাষ্ট্রপতির উদ্দেশে স্মারকলিপিতে স্বাক্ষর সংগ্রহ

এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)-এর উদ্যোগে নিচের বয়ানে স্বাক্ষর সংগ্রহ চলছে দেশ জুড়ে, যা রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হবে

আমরা নিম্নলিখিত সাক্ষরকারীগণ গভীরভাবে অনুভব করছি যে, বর্তমানে তীব্র পুঁজিবাদী শোষণে এবং একটির পর একটি চূড়ান্ত জনস্বার্থবিরোধী সরকারি পদক্ষেপের ফলে কোনও ক্রমে বেঁচে থাকাও আজ অসম্ভব হয়ে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের দেশের শ্রমজীবী জনগণের পক্ষে আমরা দাবি করছি যে, বিজেপি পরিচালিত কেন্দ্রীয় সরকার অবিলম্বে নিম্নলিখিত দাবিসমূহ পূরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করুক।

দাবি সমূহ ঃ

১) মূল্যবৃদ্ধি রোধ করো। সমস্ত নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের সার্বিক রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য চালু করো। ২) অবিলম্বে জনবিরোধী জাতীয় শিক্ষানীতি বাতিল করো। ৩) সকলের জন্য স্থায়ী কাজের ব্যবস্থা করতে হবে। কাজ না দেওয়া পর্যন্ত উপযুক্ত বেকার ভাতা দিতে হবে। ৪) সকলের জন্য বিনামূল্যে সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবা দিতে হবে। স্বাস্থ্যক্ষেত্রের বেসরকারিকরণ বন্ধ করো। ৫) জনবিরোধী ও একচেটিয়া পুঁজিপতিদের স্বার্থবাহী বিদ্যুৎ বিল-২০২২ বাতিল করো। বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার বসানো বন্ধ করো। ৬) অরণ্য সংরক্ষণ আইন-২০২২ বাতিল কর। অরণ্য রক্ষা, আদিবাসীদের অধিকার রক্ষা ও বনাঞ্চলে বসবাসকারীদের স্বার্থরক্ষাকারী অরণ্য রক্ষা আইন-২০০৬ চালু করো। ভূমিক্ষয় রোধ করো এবং পরিবেশ রক্ষা ও বিশ্ব উষ্ণায়ন রোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করো। ৭) গণতান্ত্রিক ও নাগরিক অধিকারসমূহ রক্ষা করো। সমস্ত কালাকানুন বাতিল করো। ৮) মহিলা, দলিত ও সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন বন্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করো। ৯) অবিলম্বে শ্রমিক বিরোধী শ্রমকোডগুলি বাতিল করো। যথেচ্ছ শ্রমিক ছাঁটাই, ক্লোজার ও লকআউট বন্ধ করো। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা ও রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের বেসরকারিকরণ বন্ধ করো। স্থায়ী কাজে নিযুক্ত ঠিকা শ্রমিকদের স্থায়ীকরণ করতে হবে। সমস্ত স্তরের শ্রমিকদের জীবনধারণের উপযুক্ত মজুরি চালু করো। ১০) চাষিদের উৎপাদিত সমস্ত কৃষিপণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আইনি ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করো। সকল কৃষিপণ্যের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের আইন প্রণয়ন কর। ১১) ধর্মকে সমস্ত রাষ্ট্রীয় কার্যকলাপের ও রাজনীতির বাইরে রাখতে হবে। ধর্মকে ব্যক্তিগত বিষয় ও ব্যক্তির পছন্দের বিষয় হিসেবে রাখা সুনিশ্চিত করতে হবে।

সাংবাদিকের বাড়িতে তল্লাশি

প্রতিবাদ এসইউসিআই(সি)-র

এক সাংবাদিকের বাড়িতে পুলিশি তল্লাশির তীব্র নিন্দা করে দলের পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য ১ মার্চ এক বিবৃতিতে বলেন,

গতকাল সাংবাদিক প্রকাশ সিনহার বাড়িতে তাঁর অনুপস্থিতিতে কোনও নোটিশ ছাড়াই পুলিশ বাহিনী তল্লাশি চালায়। কিছু না পেয়ে শেষপর্যন্ত পুলিশ মোবাইল ফোন ও ল্যাপটপ থেকে তথ্য নিয়ে গেছে। এই পদক্ষেপ সংবাদমাধ্যমের কণ্ঠরোধের অপচেষ্টার পাশাপাশি মানবাধিকারের উপরেও হস্তক্ষেপ। সাংবাদিকদের উপর আক্রমণ শাসকদের দুষ্কর্ম গোপন করার সুপরিকল্পিত অপচেষ্টা ছাড়া কিছু নয়। দেশ জুড়ে এমন ঘটনা ঘটেই চলেছে। সংবাদমাধ্যমের উপর সরকারের এই ক্রমবর্ধমান আক্রমণের আমরা তীব্র নিন্দা করছি।

মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস-ও ১ মার্চ এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করে।

হাসপাতালের বেড পুলিশের দখলে!

প্রতিবাদে বিক্ষোভ মুরারইতে

বীরভূমের চাতরা হাসপাতালের বেড দখল করে রেখেছে পুলিশ। এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভ দেখাল এস ইউ সি আই (সি)। ২৯ ফেব্রুয়ারি দলের মুরারই লোকাল কমিটির উদ্যোগে একটি মিছিল মুরারই শহর পরিক্রমা করে বিডিও অফিসে যায়। মুরারই হাসপাতালের পরিকাঠামোর উন্নয়ন, পানীয় জলের অভাব দূর করা, রাস্তা ও জলনিকাশি ব্যবস্থার উন্নয়ন, দুর্নীতি, স্বজনপোষণ বন্ধ করে আবাস যোজনায় বিপিএল তালিকাভুক্তদের ঘর, চাতরা হাসপাতালের রোগীদের শয্যা পুলিশের দখলমুক্ত করা সহ আট দফা দাবি সম্বলিত একটি দাবিপত্র বিডিওকে দেওয়া হয়।

বিডিও দাবি পূরণে সাধ্যমতো চেষ্টা করার প্রতিশ্রুতি দেন। চাতরা হাসপাতালের ঘটনায় তিনি দ্রুত ভূমিকা নেওয়ার কথা জানান।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24

গণদাবী GANADABI Volume: 76, No.: 29 Bengali Weekly March 8, 2024 Kolkata Price: Rs. 3.00

বিভেদ ও গণতন্ত্র-হত্যার বিরুদ্ধে সরব বুদ্ধিজীবীরা

২৮ ফেব্রুয়ারি শিল্পী-সাংস্কৃতিক কর্মী-বুদ্ধিজীবী মঞ্চের ১৭তম বার্ষিকীতে কলকাতার রামমোহন লাইব্রেরি হলে আলোচনা সভা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। সিঙ্গুর-নন্দীগ্রামে জমি অধিগ্রহণ বিরোধী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে এই সংগঠনটি গড়ে উঠেছিল। শোক প্রস্তাব গ্রহণ ও নীরবতা পালনের পর সন্দেশখালির সাধারণ মানুষের অধিকার হরণ ও গণবিক্ষোভ নিয়ে পুলিশ-প্রশাসন-সরকারের ভূমিকার তীব্র নিন্দা করে প্রস্তাব নেওয়া হয়। প্রস্তাব উত্থাপন করেন অধ্যাপক সুদীপ্ত দাশগুপ্ত ও সমর্থন করেন ডাঃ নীলরতন নাইয়া।

'ধর্ম বর্ণ বিভেদ, মানবাধিকার হরণ, দুর্নীতি ও গণতন্ত্র নিধনের উৎস সন্ধানে' বিষয়ে আলোচনা করেন অধ্যাপিকা মীরাতুন নাহার, অধ্যাপক তরুণকান্তি নস্কর, প্রধান শিক্ষক আনোয়ার আলি ও বরিষ্ঠ অ্যাডভোকেট পার্থসারথি সেনগুপ্ত। জাস্টিস অশোক গাঙ্গুলির লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন শোনান কোষাধ্যক্ষ অজয় চ্যাটার্জী। সভাপতিত্ব করেন বিভাস চক্রবর্তী । প্রারম্ভিক উপস্থাপনা করেন সাধারণ সম্পাদক দিলীপ চক্রবর্তী এবং সঞ্চালনা করেন ডাঃ তরুণ মণ্ডল।।

দ্বিতীয়ার্ধে সঙ্গীত, আবৃত্তি, বৃন্দ-গানে অংশগ্রহণ করেন আশিস চক্রবর্তী, আশিস বসু, অমিত রায়, রণেন ধাড়া, কুমুদ মণ্ডল এবং 'সাম্পান' ও 'পিসিএআই' শিল্পীবৃন্দ। রামমোহন লাইব্রেরি হল শ্রোতার উপস্থিতিতে পরিপূর্ণ ছিল।

কেরালায় এসইউসিআই(সি)-র রাজভবন অভিযান

কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জনবিরোধী নীতির বিরুদ্ধে ২৮ ফেব্রুয়ারি এসইউসিআই (সি) কেরালা রাজ্য কমিটির উদ্যোগে তিরুবনন্তপুরমে রাজভবন অভিযান হয়। হাজার হাজার মানুষ এই সমাবেশে যোগ দেন। কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও রাজ্য কমিটির সম্পাদক কমরেড জয়সন জোসেফ মোদি শাসনে বৈষম্য বৃদ্ধি, মুদ্রাস্ফীতি, বেকারিবৃদ্ধি, ক্ষুধার্ত মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, অর্থনৈতিক দুর্দশার চিত্র তুলে ধরে তীব্র আন্দোলনের আহ্বান জানান।

ভোটের স্বার্থেই বিদ্বেষ-বিষ বিজেপির

হিন্দু হতে গেলে কি মুসলিম কিংবা অন্য ধর্মের মানুষকে ঘৃণা করতে হয়? সাধারণ হিন্দু ঘরের মা-ঠাকুমার কথা জানলে, বলতে হবে— না। তাঁরা ঘরে রাখা লক্ষ্মীর পটে মাথা ঠেকাতে ঠেকাতেই পাশের বাড়ির আসাদুল্লাকে বলতে পারেন— এখানে বোস, না খেয়ে যাবি না। কিন্তু বিজেপি নেতাদের কথা ধরলে? ধর্ম যাঁদের ভোটের হাতিয়ার, ঘৃণা ছাড়া তাঁদের চলবে কেন! তাই দেখা গেল বিজেপি ঘনিষ্ঠ সংস্থা 'হিন্দুত্ব ওয়াচ' ২০২৩ সালের প্রথম ছ'মাসে ২৫৫টি মুসলিম বিরোধী ঘৃণা ভাষণ দিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। এর ৩০ শতাংশ ঘটেছে কেবল মহারাষ্ট্রে। এই রাজ্যে ২০২৩ সালে রাতারাতি বিভিন্ন ধর্মীয় গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। তারা মিছিলের পর মিছিল করেছে, সমাবেশ করেছে, হাজার হাজার মানুষের সামনে মুসলিম বিরোধী বিষোদগার করেছে। সব মিটিং শেষ হয়েছে একটা স্লোগান দিয়ে, ওদের কাজের উপর তীক্ষ্ণ নজর রাখো, হিন্দুর শত্রুদের গৃহহারা কর্মহারা করো।

'ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস' পত্রিকা এক রিপোর্টে বলেছে, মহারাষ্ট্রের নানা প্রান্তে চার মাসে ৫০টির মতো মিছিল হয়েছে যেখানে লাভ জিহাদের বানানো অভিযোগ তোলা হয়েছে। 'লাভ জিহাদ'-এর পাল্টা 'ল্যান্ড জিহাদ'-এর আহ্বান জানানো হয়েছে, যার মূল কথা হল মুসলিমদের ভিটে-মাটি কেড়ে নাও। ২০২৩-এর এপ্রিলে সুপ্রিম কোর্ট এক নির্দেশিকায় বলেছে, এই ধরনের উস্কানিমূলক ভাষণ ভয়ানক অপরাধ। এই অপরাধের ক্ষেত্রে রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের প্রশাসনিক কর্তাদের স্বতঃপ্রণোদিতভাবে মামলা করতে হবে, এমনকি কোনও অভিযোগ জমা না পড়লেও। কিন্তু বিজেপি পরিচালিত মহারাষ্ট্র সরকারের পুলিশ এ ক্ষেত্রে কোনও মামলাই করেনি। পুলিশ মুখ্যমন্ত্রীকে জানায় এই জাতীয় কোনও মিছিল ও সমাবেশের কথা তাদের জানা নেই।

মহারাষ্ট্রেরই কোলহাপুরে একটি কলেজে ধর্মীয় বিভেদ সংক্রান্ত এক আলোচনায় একদল ছাত্র বলে মুসলিমরা ধর্ষক এবং তাদের কোনও শাস্তি হয় না। শিক্ষক আপত্তি জানান এবং তথ্য তুলে ধরে দেখান, এ কথা সত্য নয়। পরিণামে উক্ত শিক্ষককে সাসপেন্ড হতে হয়। সংসদে বিজেপি এমপি রমেশ বিধুরী এক মুসলিম এমপির বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক কুৎসা রটান। এ কাজের পুরস্কার হিসাবে পার্টি তাকে বিশেষভাবে সম্মান জানিয়ে রাজস্থানে প্রচার টিমের মাথায় বসিয়ে দেয়।

নামে হলেও ভারত একটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। বিজেপি সরকারের মন্ত্রী-বিধায়ক-সাংসদরা এই ধর্মনিরপেক্ষতা রক্ষার শপথ নিয়েই পদে বসেন। কিন্তু তাদের কাজকর্মে ধর্মনিরপেক্ষতার আকাশে সাম্প্রদায়িকতার কালো মেঘ ঘনীভূত হচ্ছে। আরেকটি লোকসভা নির্বাচন আসন্ন। মানুষকে আজ বুঝতে হবে যে, এই ভাবে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ছড়ানোর পিছনে শাসক শ্রেণির একটি গভীর ষড়যন্ত্র রয়েছে। তা হল এর মধ্য দিয়ে শোষিত মানুষকে পরস্পরের দ্বন্দ্বে জড়িয়ে ফেলা। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুধর্মাবলম্বী মানুষকে যদি বোঝানো যায় তার জীবনের সব সমস্যার জন্য দায়ী মুসলমানরা, তা হলে পুঁজিবাদী এই উৎপাদন ব্যবস্থা এবং তার শোষণ প্রক্রিয়াটি আড়ালে থেকে যায়। আর তার মধ্য দিয়ে মানুষের জীবনের জ্বলন্ত সমস্যা মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি প্রভৃতিকে পিছনে ঠেলে দেওয়া যায় এবং পুঁজিপতি শ্রেণির শোষণ-বঞ্চনাকে আরও তীব্র করা যায়। পুঁজিপতি শ্রেণি এবং তার সেবাদাস সরকারের পক্ষে শোষণের রথটা বিনা প্রতিবাদে চালিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়।

(সূত্র ঃ ফ্রন্টলাইন, ১২ জানুয়ারি, '২৪)

দক্ষিণ ২৪ পরগণা ও কলকাতায় নির্বাচনী কর্মীসভা

বিজেপি সরকারের চরম জনবিরোধী শাসন, সাম্প্রদায়িকতার প্রসার, গণতান্ত্রিক অধিকারের উপর আক্রমণের প্রতিবাদে এবং রাজ্যে তৃণমূল সরকারের ব্যাপক দুর্নীতি প্রতিরোধে দুর্বার গণআন্দোলন সংগঠিত করার লক্ষ্যে আসন্ন লোকসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে বিভিন্ন লোকসভা কেন্দ্রে চলছে কর্মীসভা। এস ইউ সি আই (সি)-র মথুরাপুর কেন্দ্রের প্রার্থীর সমর্থনে ২৫ ফেব্রুয়ারি কর্মীসভা অনুষ্ঠিত হয় লক্ষ্মীকান্তপুরে। প্রধান বক্তা ছিলেন পলিটবুরো সদস্য ও রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

কলকাতায় ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হলে ২ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় সাধারণ কর্মীসভা। বক্তব্য রাখেন দলের পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী ও রাজ্য সম্পাদক, পলিটবুরো সদস্য কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য।

কলকাতার কর্মীসভায় নেতৃবৃন্দ

লক্ষ্মীকান্তপুরে কর্মীসভা

কলকাতার সভায় কর্মী-সমর্থকরা

কাছাড়ে যুবকদের রাজনৈতিক ক্লাস

আসামে এ আই ডি ওয়াই ও-র কাছাড় জেলা কমিটি এবং হাইলাকান্দি শাখার উদ্যোগে ২৫ ফেব্রুয়ারি হাইলাকান্দি ভোটের বাজারে যুবকদের এক রাজনৈতিক ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়। সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের রাজ্য কমিটির সহসভাপতি ময়ূখ ভট্টাচার্য। মুখ্য বক্তা ছিলেন এসইউসিআই (সি)-র আসাম রাজ্য কমিটির সদস্য প্রোজ্জ্বল দেব।

বক্তব্য রাখেন এ আই ডি ওয়াই ও-র কাছাড় জেলা কমিটির সম্পাদক বিজিত কুমার সিনহা এবং এসইউসিআই (কমিউনিস্ট)-এর হাইলাকান্দি জেলা সাংগঠনিক কমিটির সম্পাদক প্রভাস সরকার।

Editor : Amitava Chatterjee ■ Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ■ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd. ■ 52B Indian Mirror Street, Kolkata-13 ■ Phone: 9433451998, 9432889347 ■ E-mail: ganadabi@gmail.com ■ Web: https://ganadabi.com